বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬–২০১৭

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬–২০১৭

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহা-পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

সম্পাদনা ঃ পরিচালক
অতিরিক্ত পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

গ্রন্থনা ঃ তথ্য প্রদান ইউনিট

প্রকাশনায় ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩,ইস্কাটন গার্ডেন রোড,ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ ২০১৬-২০১৭

প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও আলোকচিত্র ঃ তথ্য প্রদান ইউনিট
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

মূদ্রণে ঃ

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমাতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রুপান্তরিত করা হয়। যা কালের আবর্তে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এই প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশের নারী সমাজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

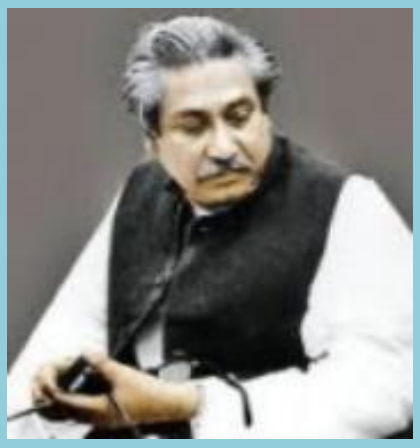

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণী

মেহের আফরোজ চুমকি এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। দেশের টেকসই সার্বিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী উন্নয়ন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, আর তাই এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অনগ্রসর রেখে দেশের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিষয়টি অনুধাবন করে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীদের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারী পুর্নবাসন বোর্ড। যার মাধ্যমে শুরু হয় নারী উন্নয়নের প্রথম যাত্রা। ক্রমান্নয়ে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী উন্নয়নের যে বীজ বপন করেছিলেন আজ তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আজ সরকারের নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। যার ফলে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন সূচক সারা বিশ্বে এক রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেন্ডার সংবেদনশীল, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর প্রতি সহিংসতারোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, জীবন সংগ্রামে সফল নারীদের জেলা, উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে "জয়িতা" সম্মাননা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি, আয়বর্ধক কর্মসূচি, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিবিধ উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্বলিত এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলকে নারী উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হবে এবং দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রম আরো বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। একই সাথে দিন বদলের অঙ্গীকার, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সফলতার বিবরণ প্রচারে সহায়ক হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি স্বাগত জানাই।

(মেহের আফরোজ চুমকি এমপি)

বাণী

নাছিমা বেগম এনডিসি
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নারী পুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সমতাভিত্তিক দেশ গঠনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল জেলা উপজেলায় নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তাইতো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আজ হয়ে উঠেছে নারী উন্নয়নের আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান।

এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ''রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১" বাস্তবায়ন। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তির আলোয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ের সংগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আত্ন-কর্মসংস্থানের লক্ষে গার্মেন্টস, মোবাইল সার্ভেসিং, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিউটিফিকেশন ও কম্পিউটারের পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। শিশুর পুষ্টি বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল কর্মসূচি পরিচালনা, ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা এবং দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিডি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার প্রতিরোধ, আইনী সহায়তা প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় জীবন সংগ্রামে সফল নারীদের জন্য জেলা-উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে দেওয়া হচ্ছে ''জয়িতা" সম্মাননা।

সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা ও সকল উপজেলায় জনগণের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি উন্মুক্ত ও তথ্য প্রাপ্তিতে বাধাহীন পদ্ধতি গতিশীল করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে গঠন করা হয়েছে তথ্য প্রদান ইউনিট। মহিলা ও শিশু বিষযক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। তথ্য বহুল এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনার সংগে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(নাছিমা বেগম এনডিসি**)**

কাজী রওশন আক্তার
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। আর এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। একটি দেশের সুষম ও স্থায়ীত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে সরকারের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার্থে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিণির্মানের লক্ষ্যে ১) দরিদ্র মহিলাদের সংগঠিত করে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা ২) দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিডি কার্যক্রম ৩) নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম ৪) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান ৫) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ৬) নারীদের জন্য হোষ্টেল কর্মসূচি ৭) কর্মজীবী নারীর শিশুদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি ৮) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর আইনী সহায়তা প্রদান ৯) জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ কর্মসূচির ন্যায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে নারীদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ''জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়, উপজেলা পর্যায়, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে ৫ ক্যাটাগরীতে পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এ অধিদপ্তর সরকারী-বেসরকারী আরো অনেক নারী বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন নারীবান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা মোতাবেক তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ণ করে তা বিতরণ করা হচ্ছে। উপজেলা, জেলা ও সদর কার্যালয়সহ প্রতিটি স্তরে এ সকল কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য/বিবরন এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে যা জনগণের চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সহায়ক হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(কাজী রওশন আক্তার)

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি.....	
২	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্ব সমূহ	
	ছয়টি গুচ্ছে পরিচালিত মহিলা বিষয়ক অধিপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি সমূহ	
	১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা	
১.১	ভিজিডি কর্মসূচি.....	
১.২	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল.....	
১.৩	গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ(উপজেলা পর্যায়) কর্মসূচী.....	
১.৪	দারিদ্র বিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত মা'দের জন্য "স্বপ্ন প্যাকেজ".....	
১.৫	নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ(জয়িতা-বান্দরবন) কর্মসূচি.....	
১.৬	হবিগঞ্জ জেলার সুবিধা বঞ্চিত নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	
১.৭	জয়িতা অন্বেশনে বাংলাদেশ কার্যক্রম.....	
১.৮	বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, অঙ্গনা	
১.৯	সেলাই মেশিন বিতরণ	
১.১০	স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য	
১.১১	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা	
	২) সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম	
২.১	জেন্ডার সংবেদনশীল ও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম	
২.২	সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি	
২.৩	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	
	৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান	
৩.১	জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী.....	
৩.২	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	
৩.৩	শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর.....	
৩.৪	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ.....	
৩.৫	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা.....	
৩.৬	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট.....	
৩.৭	মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর.....	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.৮	মা ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া.....	
৩.৯	মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী.....	
৩.১০	Through Total Quality Management(TQM)	
৩.১১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (প্রধান কার্যালয়).....	
	৪) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	
৪.১	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল.....	
৪.২	চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র.....	
	৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম	
৫.১	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল.....	
৫.২	মহিলা সহায়তা কর্মসূচি.....	
৫.৩	মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর.....	
	৬) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান	
৬.১	কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল কর্মসূচি.....	
৬.২	কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র.....	
	উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ ও অন্যান্য কার্যক্রম	
৩	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের তথ্য.....	
৪	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (রাজস্ব), অডিট,.....	
৫	পেনশন, বিভাগীয় মামলা.....	
৬	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত জনবল	
৭	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	
৮	আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর	
৯	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর	
১০	জেলা কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	
	তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত তথ্য (তথ্য ও যোগাযোগ)	
১১	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসহ এতদ্‌সংক্রান্ত ফরম.....	
১২	তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা.....	
১৩	ই-সার্ভিস.....	
১৪	ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/ প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা ..... ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd	

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠা

১৯৭২	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪	➲ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ করা হয়।
১৯৮৪	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০	➲ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

লক্ষ্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারীর জন্য টেকসই উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা আনয়ন ও নারীর দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত কাযক্রম বাস্তবায়ন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ১৭টি লক্ষ্য অর্জনে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বিশেষ করে নারী বান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৪৮৮টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাযালয় বিভিন্ন "সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি" পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এসডিজি-১: দারিদ্র দূরীকরণে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭টি এবং টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬৯টি। উল্লেখিত সময়ে ১৬৯টি টার্গেট এবং ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরি এসডিজি-৫ বাস্তবায়নে লীড মিনিস্ট্রির ভূমিকা পালন করছে। এসডিজি-৫: জেন্ডার ইকুইটি (নারী-পুরুষ সমতা) অর্জন, এসডিজি-১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণসহ আরো যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রার সাথে নারী ও শিশু জড়িত তা অর্জনে ইতিমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বোপরি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের লক্ষ্য- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় টেকসই উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নে তাদেরকে সমশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "প্লানেট ৫০-৫০" বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

ভিজিডি কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ

ভিজিডি বাংলাদেশ সরকারের একটি সর্ববৃহৎ কর্মসূচি। অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী/আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচির উপকারভোগী ১০০% মহিলা হওয়ায় সরকারের রুল'স অব বিজনেস অনুযায়ী সরকার ১৯৯৬ সালে ভিজিডি কর্মসূচি ত্রাণ ও পূণর্বাসন মন্ত্রণালয় হতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

বাজেট বরাদ্দ ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটে খাদ্য বরাদ্দ, পরিবহন ব্যয়, মোটর যানবাহন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, অন্যান্য ব্যয় এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ভিজিডি খাতে মোট ১২৪৪১১.৩৪ (এক হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি এগার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১২৩৪৮২.৬২ (এক হাজার দুইশত চৌত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

ভিজিডি সফট্ওয়্যার বিষয়ক ওয়ার্কশপ

এনজিও'র নির্বাহী পরিচালকদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা

খাদ্য সহায়তা ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জুলাই/১৬ ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৭,৫০,০০০(সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জন এবং জানুয়ারী/১৭-জুন/১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ৭,৫০,০০০(সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জন ভিজিডি উপকারভোগীর অনুকূলে মাসিক ৩০ কেজি হারে ১,৩৫,০০০ মেঃ টন চাল বিতরন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত ২৪৮টি এনজিও'র মাধ্যমে আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২০১৭-২০১৮ ভিজিডি চক্রের আওতায় (জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০১৭ পর্যন্ত) ১০,০০,০০০ জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি হারে ১,৮০,০০০ মেঃ টন চাল বিতরন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত ৪১৪টি এনজিও'র মাধ্যমে আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার দাসিয়ারছড়ায় ছিটমহলবাসীদের মধ্যে ভিজিডি কার্ড বিতরণ

৩০ কেজির বস্তায় ভিজিডি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণঃ

ক) জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ সেবা প্রদানকারী এনজিও সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ভিজিডি মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। নির্বাচিত প্রতিটি ভিজিডি মহিলা (১০০%) ৪৬ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৭.৩০ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, খাদ্য-পুষ্টি, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ইত্যাদি।

ভিজিডি উপকারভোগীদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উঠান বৈঠক।

খ) আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ এনজিও নির্বাচিত ভিজিডি মহিলাদের জন্য উপযোগী আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। নির্বাচিত প্রতিটি ভিজিডি মহিলা (১০০%) প্রথমে কমপক্ষে ৪২ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলোআপ হিসাবে ২১ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ হাঁস-মুরগী পালন, রান্নাঘর সংলগ্ন বাগান, গবাদী পশু-পালন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি।

সঞ্চয় ঃ ভিজিডি উপকারভোগীগণ মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয় জমাদান করে। উক্ত সঞ্চয়ের অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার যৌথ একাউন্টে জমা করা হয়। চক্র শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সুদসহ সঞ্চয়ের জমাকৃত টাকা উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম ঃ

গাজীপুরের কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি, মোহনগঞ্জ, বগুড়া জেলার ধুনট, সারিয়াকান্দি, সিরাজগঞ্জের সদর, কাজিপুর, চৌহালী, বেলকুচি, কুড়িগ্রামের সদর, ভুরুঙ্গামারী, খুলনা জেলার দাকোপ, বাগেরহাট জেলার শরণখোলা, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, ভোলা জেলার ভোলা সদর, চরফ্যাশন, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক, দুয়ারাবাজার, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটসহ মোট ৩০টি উপজেলায় (সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে ২৩টি উপজেলায় এবং আংশিক বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় ৭টি উপজেলায়) ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ ভিটামিন, চালের সাথে ব্লেন্ডিং করে রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আইসিভিজিডি কার্যক্রম ঃ

- ❑ সিরাজগঞ্জের চৌহালি ও বেলকুচি, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী, সিলেটের গোয়ানঘাট, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, গাজীপুরের কালীগঞ্জ, বাগেরহাটের শরণখোলা ও ভোলার ভোলা সদর উপজেলায় বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির যৌথ সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে আইসিভিজিডি (ICVGD- Investment component For Vulnerable Group Development) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের ব্যয় বিবরণী ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	খাত/উপখাতের নাম	২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭
			মোট বরাদ্দ	ছাড়কৃত টাকা	মোট ব্যয়
১।	৫৯৪৩	সাহায্য মঞ্জুরী (ভিজিডি) (২,৭০,০০০ মেঃ টন)	**১১৯১৮৪.৭৯**	**১১৮৯৭৭.০৬**	**১১৮৯৭৭.০৬**
২।	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৩৩০০.০০	২৯০৮.৪৫	২৯০৮.৪৫
৩।	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১৫.০০	১২.৬২	১২.৬২
৪।	৪৮৪৬	পরিবহণ ব্যয়	১০০০.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০
৫।	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৯০০.০০	৬২৮.৬৬	৬২৮.৬৬
৬।	৪৯০১	মেরামত ও সংরক্ষণ, মোটর যানবাহন	৮.২৫	৩.৪৩	৩.৪৩
৭।	৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩.৩০	২.৪০	২.৪০
		সর্বমোট =	**১২৪৪১১.৩৪**	**১২৩৪৮২.৬২**	**১২৩৪৮২.৬২**
		কথায় ঃ =	এক হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি এগার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার	এক হাজার দুইশত চৌত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার	এক হাজার দুইশত চৌত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার

এক নজরে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ (অর্থবছর-২০১৬-২০১৭) ঃ

কার্যক্রম
সারাদেশের ৪,৫৫০টি ইউনিয়নে ১,০০০/- হারে বার্ষিক আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রেরণ
উপজেলা ভিজিডি কর্মসূচি উপকারভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা
জেলা ভিজিডি কমিটির সভা
সদর কার্যালয়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে (৩২+৩২) প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ
আঞ্চলিক পর্যায়ে ভিজিডি কর্মসূচির এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ইনস্পেশন কর্মশালা
এনজিও নির্বাচন
চুক্তিবদ্ধ এনজিওদের ওরিয়েন্টেশন
ভিজিডি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা
ভিজিডি কার্যকরী কমিটির সভা
ভিজিডি বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১১ সংশোধন শীর্ষক ৪টি কর্মশালার
ভিজিডি ট্রেনিং মডিউল ডেভেলপ বিষয়ে ভিজিডি কর্মসূচির স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ (২দিন)
চুক্তিবদ্ধ এনজিওদের নির্বাহী পরিচালকদের সমন্বয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা
রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
ছিটমহলে ভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর (মশিবিম) সভাপতিত্বে কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

১। পটভূমি :

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। তাই নারীর উন্নয়ন ও শিশুর সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নারী বান্ধব বিভিন্ন ইতিবাছক উদ্যোগের কারণে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস প্রতিটি সূচকেই অধিকতর অগ্রগতি সাধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শহর অঞ্চলে নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মা ও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে তাদেরকে আর্থ সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজস্ব তহবিল হতে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামুলক বেষ্টনী (Social Safety-net) কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসুচি।

২। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

উদ্দেশ্য : দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার লক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া কর্মজীবী মাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ।

লক্ষ্য ১) SDG এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জন ২) দারিদ্র্যতা নিরসন ৩) মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ৪) পরিবার পরিকল্পনা ৫) শিশুর অটিজম ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ ৬) জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন উৎসাহিত করণ ৭) বাল্য বিবাহ রোধ ৮) জীবন মান উন্নয়ন।

৩। কর্মএলাকা :

পাইলট কর্মসুচি হিসেবে ২০১০-২০১১ সালে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর এলাকায় অবস্থিত পোষাক কারখানা সমুহে এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যতিত দেশের অন্যান্য ৬১টি জেলা সদরস্থ সিটিকর্পোরেশন ও পৌরসভায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসুচি সাফাল্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে দেশের সকল সিটিকপোরেশন ও পৌরসভায় কর্মসূচির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৪। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা :

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- এ কর্মসূচিটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষে ৪টি কমিটি রয়েছে। যথা: ১) স্টিয়ারিং কমিটি, ২) বাস্তাবায়ন ও মনিটরিং কমিটি, ৩) জেলা কমিটি ও ৪) উপজেলা কমিটি।
- জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

৫। ভাতা বিতরণ :

- বর্তমানে ব্যাংক অ্যাডভাইজের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা প্রতি অর্থবছরে ২টি কিস্তিতে স্ব স্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসটি স্থানান্তর করা হচ্ছে।
- উপকারভোগীগণ তাদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাব থেকে ভাতার অর্থ উত্তোলন করেন।
- এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক উপকাভোগীকে জীবনে একবার ২ বছরের জন্য সেবা প্রদান করা হয়।

৬। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :**

- দারিদ্র্য নিরসন, মা ও শিশু মৃত্যুহার, মাতৃদুগ্ধ মায়ের হার বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ বৃদ্ধি, শিশুর সঠিক পরিচর্যা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর অটিজম ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মাদের জ্ঞান প্রদান, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, তালাক, শিশুপাচার সম্পর্কিত অপরাধ প্রবণতা রোধ করা । ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশু খাদ্য ও পুষ্টি এবং জীবন মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭। **হেলথক্যাম্প :**

- বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মজীবী মাদেরকে এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর পোষাক কারখানায় কর্মরত মাদেরকে এই কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী মা ও তাদের শিশুদেরকে সরকারি ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্র ও পরিচর্যা উপকরণ সামগ্রী হেলথক্যাম্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৮। **বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা কর্মশালা :**

- কর্মসূচি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা, সমাধান ও নতুন বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কিত জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ২২৪টি চুক্তিবদ্ধ এনজিওদের সমন্বয়ে পর্যালোচনা কর্মশালা করা হয়েছে। পর্যালোচনা কর্মশালার ছবি নিম্নরূপ :

(ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও নতুন কৌশল উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালার চিত্র।)

৯। **অর্জন :**

- কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩,১৪,৬২৩ জন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১,৮০,৩০০ জন উপকারভোগীকে মোট ১০৮,১৮,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১০। **প্রত্যাশা :**

- নারীর দারিদ্র্য কমানো ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা ।
- দৈহিক ও মানষিকভাবে সুস্থ ও সবল প্রজন্ম গঠন।
- মা, শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্যের পরিচর্যার মান উন্নীত করা ।
- জন্ম নিবন্ধন, বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবারকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ (উপজেলা পর্যায়) কর্মসূচী

১। কর্মসূচির নাম : গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (উপজেলা পর্যায়)।

২। মেয়াদকাল : মার্চ ২০১৫-জুন ২০১৭।

৩। উদ্দেশ্য : (ক) ব্যবসা নির্বাচন, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
(খ) নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচির মেয়াদে ৯৩০০ জন তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪। কর্মসূচির লক্ষ্য : (ক) নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা নির্বাচন, যোগাযোগ ও পণ্য বিপণনের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারে উৎসাহী করা।
(খ) সহজলভ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

(গ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও পরিচিতি করণে প্রতিটি জেলায় বস্ত্র ও কুটির শিল্প পণ্য মেলার আয়োজন করা।

(ঘ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের পরিচিতিমূলক প্রকাশনা প্রকাশ করা।

(ঙ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ''শ্রেষ্ঠা'' নামক সম্মাননা প্রদান করা।

৫। মোট প্রাক্কলন ব্যয় : ৭৩৭.৬৪ লক্ষ টাকা (সাত কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা)।

৬। কর্মসূচীর কার্যক্রম : কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে কর্মসূচির আওতায় দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা নিম্নরূপঃ
(ক) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (মৌলিক)।
(খ) জীবন জীবিকা ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা।

৭। বাস্তবায়ন এলাকা : ৬৪টি জেলার ১৫৫টি উপজেলা।

৮। জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাব অগ্রগতি :

(ক) ''নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (মৌলিক)'' এবং "জীবন জীবিকা ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা" বিষয়ে ২টি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) ২১৫ ব্যাচে ৬,৪৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ''নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (মৌলিক)'' এবং "জীবন জীবিকা ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও পরিচিতিকরণে জেলা পর্যায়ে ৩৫টি বস্ত্র ও কুটির শিল্প পণ্য মেলা সম্পন্ন হয়েছে।

''নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (মৌলিক)'' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

"জীবন জীবিকা ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

দারিদ্র বিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত মা'দের জন্য 'স্বপ্ন প্যাকেজ'

মোট প্রাক্কলন ব্যয়	:	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচী এলাকা	:	১০টি জেলার ১০টি উপজেলা-গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, গাজীপুরের কালীগঞ্জ, নোয়াখালীর চাটখিল, লক্ষীপুরের রামগতি, নাটোরের সিংড়া, নওগার বদলগাছি, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, মেহেরপুরের মুজিবনগর, ভোলার দৌলতখান, কুড়িগ্রামের উলিপুর।
কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য	:	সরকার কর্তৃক মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত মাদেরকে (১) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্ড (২) শিক্ষা ও বিনোদন কার্ড (৩) গৃহ ও পয়ঃনিষ্কশন সহ নিরাপদ পরিবেশ (৪) জীবিকায়ন উন্নয়ন থোক তহবিল ও (৫) প্রয়োজনে কর্মসংস্থানে উন্নয়ন/ক্ষুদ্রঋণ এর সাথে লিঙ্কেজ স্থাপন করার মাধ্যমে নারী জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন টেকসইকরণ-বৃহত্তর অর্থে এই পাঁচটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন করা।
উপকারভোগীর সংখ্যা	:	৭০০ জন ভাতাভোগী মা (Phase out)
২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১০০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট ব্যয়	:	৯৫.৮৪১ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি	:	৭০০ জন মায়ের মধ্যে লেট্রিন সহ ঘর, জীবিকায়ন উপকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন কার্ড বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে উপকরণ ও সেলাই মেশিন বিতরণের আলোকচিত্র।

নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)

মোট প্রাক্কলন ব্যয়	:	৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচী এলাকা	:	বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার মেঘলা পর্যটন এলাকা।
কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য	:	বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরের পর্যটন এলাকায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র স্থাপন, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সমিতিভিত্তিক সংগঠিত করে তাদের উৎপাদিত পণ্য/বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
উপকারভোগীর সংখ্যা	:	সমিতি ভিত্তিক ৫০০ জন উদ্যোক্তা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১১২.০০ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট ব্যয়	:	৯.১১ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি	:	বিপনী কেন্দ্রের স্থাপত্য নকশা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

''জয়িতা-বান্দরবান'' কর্মসূচির আওতায় বিপনী কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও অবহিতকরণ কর্মশালার আলোকচিত্র।

হবিগঞ্জ জেলার সুবিধা বঞ্চিত নারীর জবিন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি

১। কর্মসূচির নাম	ঃ	হবিগঞ্জ জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
২। মেয়াদ	ঃ	২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত।
৩। মোট ব্যয় প্রাক্কলন		৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা
৪। উদ্দেশ্যঃ		হবিগঞ্জ জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী গোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দৈনন্দিন পুষ্টিমান রক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠা, যৌতুক নিরোধ, বাল্য বিবাহ নিরোধ ও নারী পুরুষের বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ণ।
৫। মূল লক্ষ্যঃ		সমাজ ও পরিবারে সুবিধাবঞ্চিত নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক ক্ষমতায়ণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৬। কর্মসূচি এলাকা		হবিগঞ্জ জেলার ৮টি উপজেলা বাহুবল, নবীগঞ্জ, মাবপুর, চুনারুঘাট বানিয়চং আজমেরীগঞ্জ, লাখাই ও সদর উপজেলা।
৭। মূল কার্যক্রম		• চা-বাগান অধ্যুষিত ৪ টি উপজেলার ২৩টি চা-বাগানের ৫০০০ জন নারী চা-শ্রমিক এবং সদরসহ ০৪টি উপজেলার হাওর অঞ্চলের ০৮টি ইউনিয়নের ১৬০০ জন (১৮-৪০ বৎসর) সুবিধা বঞ্চিতসহ মোট ৬৬০০জন নারী উপকারভোগী নির্বাচন। • নির্বাচিত ৬৬০০জন উপকারভোগীকে জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক ৭দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান। • কর্মসূচির মেয়াদে মোট ৬৬টি টিউবওয়েল এবং মোট ৬৬০টি লেট্রিন স্থাপন। • কর্মসূচির কার্যক্রমের উপর একটি ডকুমেন্টেশন তেরী।

৮।	জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি।	• ৬৬০০জন উপকারভোগী নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। • ৬৬০০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • ৩৩০টি ল্যাট্রিন ও ৩৩টি টিউবওয়েল স্থাপন প্রায় সম্পন্ন। • ডকুমেন্টেশন তৈরী করা হয়েছে। • প্রচারণার লক্ষ্যে সদর কার্যালয় এবং কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সমূহে কর্মশালা, সভা ও কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • অবশিষ্ট ৩৩০টি ল্যাট্রিন ও ৩৩টি টিউবয়েল স্থাপনের জন্য কর্মসূচির মেয়াদ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১বছর (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৯।	কর্মসূচি গ্রহনের পর উপকারভোগীদের সামাজিক/ পারিবারিক/আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন।	• কর্মসূচিটি বাস্তাবয়নে কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। • পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। • নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক উত্তম চর্চা সমূহের মধ্যে "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কার্যক্রম একটি। জয়িতা হচ্ছে সমাজের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উৎযাপন কালে দেশব্যাপী "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূলের সফল নারী তথা জয়িতাদের অনুপ্রানিত করবে। সমগ্র সমাজ মানুষ নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত করবে।

উদ্দেশ্য:

- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা।
- নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধে উঠে দিবস গুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা।

জয়িতা নির্বাচনের পাঁচ ক্যাটগরী:

- ❖ অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
- ❖ শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
- ❖ সফল জননী নারী।
- ❖ নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী।
- ❖ সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

বিভিন্ন পর্যায়ে জয়িতা বাছাই প্রক্রিয়াঃ

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত সহ উপজেলায় প্রেরণ।
- প্রত্যেক ক্যাটাগরীর জন্য মনোনিত শ্রেষ্ঠ মহিলাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড আউন্সিলর এর প্রত্যয়নসহ ইউনিয়ন কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরীর প্রস্তাব গুলোর সত্যতা যাচাই করবে। জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় কমিটি সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ২ জন করে ১০ জন (Short List) শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবে এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

২০১৬-১৭ সনের জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত জয়িতাদের বিভাগওয়ারী সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত জয়িতার সংখ্যা	উপজেলায় মনোনীত জয়িতার সংখ্যা	জেলায় সম্মাননা প্রদানকৃত জয়িতার সংখ্যা	বিভাগের সম্মাননা প্রদানকৃত জয়িতার সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ঢাকা	১৩ টি	৮৯ টি	১৩০০ জন	৪১৫ জন	৬৫ জন	৫ জন	বিভাগীয় পর্যায়ে নিবাচিত ৩৫ জন জয়িতাদের মধ্য হতে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জন জয়িতাকে জাতীয় পর্যায়ে সম্মাননা প্রদান করা হবে।
২.	চট্রগ্রাম	১১ টি	১০১ টি	১০৭৭ জন	৪৪৪ জন	৫৫ জন	৫ জন	
৩.	রাজশাহী	০৮ টি	৭৬ টি	৮৮২ জন	৩৪২ জন	৪৫ জন	৫ জন	
৪.	খুলনা	১০ টি	৬০ টি	১১২৫ জন	২৮২ জন	৫০ জন	৫ জন	
৫.	সিলেট	০৪ টি	৪২ টি	৫২০ জন	১৯৭ জন	৩০ জন	৫ জন	
৬.	বরিশাল	০৬ টি	৩৯ টি	৪৪৩ জন	১৭২ জন	২০ জন	৫ জন	
৭.	রংপুর	০৮ টি	৫১ টি	৬৬০ জন	২১৮ জন	৩৫ জন	৫ জন	
৮.	ময়মনসিংহ	০৪ টি	৩৫ টি	২১০ জন	১৪৫ জন	২০ জন	৫ জন	
	মোট =	৬৪ টি	৪৯৩ টি	৬২১৭ জন	২২১৫ জন	৩২০ জন	৪০ জন	

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'

ভূমিকা :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, আর এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অনগ্রসর রেখে দেশের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অসম্ভব। দেশের টেকসই সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী উন্নয়ন। বর্তমান সরকার "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তথা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহনের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতি সমূহের/ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্যসামগ্রি বাজারজাতকরন ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র "অংগনা" ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সাল হতে অংগনার কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে।

লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য :

- নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পন্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পন্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের সহায়তা করা।
- অংগনার মাধ্যমে সারা দেশ ব্যপী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করা।
- অংগনার মাধ্যমে নারীরা আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের দারিদ্র বিমোচন হবে।

মালামাল সংগ্রহ :

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয় এর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মহিলাদের তৈরীকৃত মানসম্মত যুগোপযোগী উন্নতমানের দ্রব্যাদি।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধীত মহিলা সমিতির সদস্যদের তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের স্ব-কর্মসংসংস্থানের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।

মূল্য নির্ধারন ও বিক্রয় :

যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক যে সব দ্রব্যাদি গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয় শুধূমাত্র সেই সব দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সাথে ৫% মুনাফা যোগ করে দ্রব্যাদির বিক্রয় মুল্য নির্ধারন করা হয়। মালামাল পাকা রশিদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।

- মালামাল একদরে বিক্রয় করা হয়, কোন অবস্থাতেই বাকীতে বিক্রয় করা হয় না এবং বিক্রিত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না।
- অংগনা থেকে বিক্রিত দ্রব্যাদি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মে প্রতিদিন ব্যাংকে অংগনার হিসাবদ্বয়ে পৃথকভাবে জমা দেয়া হয়।

অংগনায় যা পাওয়া যায় :

অংগনায় উন্নত মানের বিভিন্ন রকম বেডকভার, নকশী কাঁথা, হাতে কাজ করা শাড়ী, ব-াউজ, পেটিকোট, সাধারন শাড়ী, লুংগি, উন্নতমানের কাজকরা থ্রীপিস, সাধারন থ্রীপিস, টুপিস, ওয়ান পিস, বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ, পার্স, তোয়ালে ,বেবী তোয়ালে, বেসিন তোয়ালে, নিউবর্ণ জামা, নেপী, নিউবর্ণ কাঁথা, কুশন কভার উন্নতমানের ওয়ালম্যাট, ক্রুশের টেবিল ম্যাট, ডাইনিং টেবিল কভার, কাজ করা পর্দা, রুটির ঝুড়ি, ওয়াল পকেট, হ্যান্ড গ্লোব, পর্দার বেল্ট, কিচেন এপ্রোন, সিঙ্গেল ওড়না, পায়জামা, প্লাজ্জো, নামাজের হিজাব ইত্যাদি যুগোপযোগী আধুনিক মালামাল সুলভমূল্যে পাওয়া যায়।

বিল পরিশোধ :

অংগনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত মালামালের বিল অংগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং) এর যৌথ স্বাক্ষরে অংগনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাব হতে A/C payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সমিতি/ব্যক্তিকে পরিশোধ করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংগনার আর্থিক অবস্থা :

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংগনার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত মালামাল বিক্রয় করা হয়েছে ১৩,০২,৩৯০/-(তের লক্ষ দুই হাজার তিনশত নব্বই) টাকার।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংগনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত অথের্র ৫% মুনাফা ৬১,৩২৪/২৬ (একষট্টি হাজার তিনশত চব্বিশ টাকা ছাব্বিশ পয়সা অর্থ বছর শেষে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংগনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত মালামালের বিল বাবদ ১০,৫৮,৮২২/-(দশ লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত বাইশ) টাকার চেক উদ্যোক্তাদের বিতরণ করা হয়েছে।

অংগনার সাফল্য :

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অংগনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাগন তাদের তৈরীকৃত মালামাল সরবরাহ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। অংগনার মাধ্যমে প্রতিবছর নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে অংগনা সরাসরী নারী উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ও সরকারের বার্ষিক আয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

সেলাই মেশিন

নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতি, দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয় এবং বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৪,৭৭৫ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য তা বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ২ (দুই) কোটি টাকা দ্বারা সেলাই মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিতরণ করা হবে।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। নারী উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সরকারের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন কল্পে এবং তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্বেচছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্য য় ১৮,৩২৯টি।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি গুলোকে অনুদান প্রদান কার্যক্রম পশ্চাদপদ নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে অনুদান বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে দরিদ্র নারীদের কল্যাণে অবদান রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ অনুদান ঃ

শ্রেণীর ধরণ	টাকার হার	সমিতির সংখ্যা	টাকার পরিমান
ক শ্রেণীভূক্ত সমিতি	২৫,০০০/-	১১৫০টি (১১৫০×২৫,০০০)	২,৮৭,৫০,০০০/-
খ শ্রেণীভূক্ত সমিতি	২০,০০০/-	১১৫০টি (১১৫০×২০,০০০)	২,৩০,০০,০০০/-
গ শ্রেণীভূক্ত সমিতি	১৫,০০০/-	১৬৭০টি (১৬৭০×১৫০০০)	২,৫০,৫০,০০০/-
মোট		৩৯৭০টি সমিতি	৭,৬৮,০০,০০০/-

বিশেষ অনুদান ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১২৮ টি সমিতিকে ৩৫,০০০/- টাকা হারে (১২৮×৩৫,০০০/-) =৪৪,৮০,০০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা বিশেষ অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাধীন অনুদান ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান হিসাবে ২৫০টি সমিতিকে ১০,০০০/- টাকা হারে (২৫০×১০,০০০/-) = ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

অর্জিত সাফল্যঃ

সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিবন্ধনকৃত স্বেচছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করছে। ফলে ক্রমান্বয়ে গোটা নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। ১৯৭৭-৭৮ হতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্বেচছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহকে বৎসরওয়ারী নুদান বিতরণ এবং বছরে প্রতি সমিতি হতে গড়ে প্রায় ১০০ জন দরিদ্র মহিলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচেছ।

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি

ভূমিকা/পটভূমি ঃ

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য ২০০৭-০৮অর্থ বছর হতে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। কার্যক্রমটি চলমান। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য- পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. SDG ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়ন।
২. মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি।
৩. গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ উৎসাহিতকরণ।
৪. প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
৫. ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি।
৬. যৌতুক, তালাক ও বাল্যবিবাহ প্রবণতা রোধ।
৭. জন্ম নিবন্ধন উৎসাহিতকরণ।
৮. বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।

প্রশিক্ষণ ঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমূহে ১২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫০০০০০ জন ভাতাভোগীকে মাসিক ৫০০/-(পাচশত) টাকা হারে ২(দুই) বছর ভাতা প্রদান করা হয়। সেই সাথে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নার্থে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি (সিবিও)/এনজিও নির্বাচন করা হয়।

আর্থিক বছর	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত ভাতার পরিমাণ	মাসিক ভাতার পরিমাণ	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৬-১৭	৬৪টি	৪৯১টি	৪৫৫৬টি	৫০০০০০	৩১৮,০০,০০,০০০.০০	৫০০.০০	৩১৮,০০,০০,০০০.০০

ফলাফলঃ

এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে শুরু থেকে ২০১৬-পর্যন্ত ১৫,৭৫,৭৮০ জন মাকে ৮৫৪,৯৪,৩৪,৩৪৩.৬৭ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ৫০০০০০ জন উপকারভোগী মাকে মাসিক ৫০০.০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। SDG ঘোষিথ লক্ষ্য অনুযায়ী মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মানব

সম্পদ উন্নয়নসহ মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, পুষ্টি স্বাস্থ্য শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তারা সচেতন হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে উপকৃত এবং দরিদ্রতা হ্রাসসহ মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সহায়ক হচ্ছে। জাতীসংঘ কর্তৃক MDG অর্জিত হয়েছে। যেখানে মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস সহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় জাতীসংঘ ঘোষিত MDG অর্জনে সফলতা স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছে। যার অংশিদার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও বটে। কেননা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, মা ও শিশুর শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মা ও শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস করার ইত্যাদি কার্যক্রম সর্বপ্রথম গ্রহন করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। বর্তমানে SDG কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহঃ

১) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ভাতা বিতরন চলমান। প্রত্যেক ভাতাভোগীর নিজস্ব /নিজ নামের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে সকল জেলা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সফটওয়ার প্রশিক্ষণ চলমান।

২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই কর্মসূচির অধীনে সফটওয়্যার, প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।

৩) ভাতাভোগীদের মাঝে বাধ্যতামূলক ব্যাংক হিসাব খুলতে সংশ্লিষ্ট সকলেই বদ্ধপরিকর। ব্যাংক একাউন্ট ছাড়া ভাতা বিতরন করা হয় না।

৪) ৪৫৫৬টি ইউনিয়নে জেলা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্ন্ন করা হয়েছে।

৫) মা ও শিশু জন্ম ও মৃত্যুহার ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে।

৬) নারী ও শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষার হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭) উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও নারী উন্নয়ন মূলক কার্মকান্ডে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি

১। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১.১ বিগত ১১/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৮-৩২ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তসমুহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে মহাপরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে।

১.২ বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলাদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা,সেমিনার, উঠার বৈঠক এবং বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে উক্ত বিষয়ে আলোচনাসহ মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে বাল্যবিবাহের নেতিবাচকদিকসমূহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না থাকার কুফল, বালিকা নয় বধু শ্লোগান ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- ভিডিও প্রদর্শনী, কাজী ও পুরোহিতদের নিকট থেকে বাল্য বিবাহ পড়ানো হবে না মর্মে অঙ্গীকার নামা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপরোক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সন্নিবেশিত আকারে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করাসহ অত্র শাখায় সংরক্ষিত হয়।

১.৩ বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে এমন শিশুদের নাম ও ঠিকানা জেলা /উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করাসহ অত্র শাখায় সংরক্ষিত হয়।

২। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধ ঃ

২.১ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে মহামান্য আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন এর আলোকে অত্র অধিদপ্তরে ২০১০ সালে একটি Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নীচ তলায় একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে। যেখানে অভিযোগকারী মৌখিক ও টেলিফোনে কিংবা লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে পারেন। ইতোমধ্যে Complaint কমিটি একটি অভিযোগের তদন্ত কার্য সম্পাদন করেছে। অধিদপ্তরের Complaint কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্টিত হয়ে থাকে। অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে । ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.৩ গত ০২/০২/২০১৭ এবং ০২/০৫/২০১৭ তারিখে মোট ১২০ জন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মস্থলে যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা অবহিতকরণ কর্মশালা অধিদপ্তরের ৫ম তলা হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুটি কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে যথাক্রমে নাসিমা বেগম এন,ডি,সি, সচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),জনাব মাহমুদা শারমিন বেনু এন,ডি,সি, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন । উক্ত দুটি কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সাহিন আহ্মেদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। এছাড়াও রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৌহিদা খন্দকার, পরিচালক, জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, নীনা গোস্বামী ,ডেপুটি ডিরেক্টর, আইন ও শালিস কেন্দ্র এবং মমি মঞ্জুরী, পরামর্শক, আইন ও শালিস কেন্দ ।

৩। যৌতুক প্রতিরোধঃ

৩.১ যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অত্র শাখা হতে নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ রাখা হয়।

৪। মানব পাচার প্রতিরোধ ঃ

৪.১ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে যে সকল কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহপূর্বক সন্নিবেশিত আকারে প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নেতৃত্বে "Alliance to Combat Trafficking in Women and Children (ACTWC)" নামে ২০১১ সালে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।

৫। অটিজম বিষয়ক ঃ

৫.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব কর্মসূচির প্রশিক্ষণ মডিউলসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপকারভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং উঠান বৈঠকে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৫.২ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪৬জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মনো সামাজিক কাউন্সিলিং শীর্ষক প্রশিক্ষণে অটিজম বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

৬। নারী ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ

৬.১ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশনা Standing Order on Disaster (SoD)তে নারীদের বিষয়াদি সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করে SoD সংশোধনের (Revise) জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

৬.২ তৃনমূল পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ৬৪টি জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিকট হতে কর্মপরিকল্পনা আহবান করা হয়েছে। রাজশাহী মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির নেত্রীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ মডিউলে ''দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের ভূমিকা" বিষয়টি সংযোজনপূর্বক জেন্ডার সংবেদনশীল কমিউনিটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

৭। জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) সংক্রান্তঃ

জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ(NCWCD) এর সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করাসহ অত্র শাখায় সংরক্ষিত হয়।

৮। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '২০১১ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ঃ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নযোগ্য কার্যাবলীর উপর বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক ছকে প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করাসহ অত্র শাখায় সংরক্ষিত হয়।

“ক্লাবে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়ন” কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম : ক্লাবে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়ন।

বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত কর্মসূচি হিসেবে চলমান ছিল। মার্চ ২০১৫ থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয়ে ক্লাবগুলোর কার্যক্রম চলমান আছে।

কর্ম এলাকা : ০৭টি বিভাগের ০৭টি জেলা (গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ) প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ৩৭৯টি ইউনিয়ন এ ৩৭৯টি কিশোর কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

ক্লাবের সদস্য সংখ্যা : মোট সদস্য ১১,৩৭০ জন। তন্মধ্যে কিশোর ৩,৭৯০জন ও কিশোরী ৭,৫৮০ জন।প্রতি ক্লাবে সদস্য সংখ্যা ৩০ জন।

২০১৬-২০১৭ এ বাস্তব অগ্রগতি :

প্রধান র্কাযালয়ে গত ১২মার্চ’১৭ তারিখে কিশোর কিশোরী ক্লাবের ১৪ জন পিয়ার লিডার, সংশ্লিষ্ট ০৭ জেলা ও ৪৪ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং প্রধান কার্যালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৯০ জনের অংশগ্রহণে কর্মসূচির কার্য পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা শীর্ষক ১দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহের আফরোজ চুমকি এমপি.,মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি নাসিমা বেগমএনডিসি সচিব, মাহমুদা শারমীন বেনুএনডিসি, অতিরিক্ত সচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন সাহিন আহমেদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭ (সাত) জেলার ৩৭৯টি ক্লাবের ৭৫৮ জন পিয়ার লিডার কে ২ দিন করে মোট ৩৩টি ব্যাচে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

মা সভা/ বাবা সভা/ অভিভাবক সভা/ লোকাল সাপোর্ট গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

০৭ জেলায় জেলা ভিত্তিক কিশোর কিশোরী সম্মেলন’২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের শ্লোগান ছিল ‘‘আঠারোর আগে বিয়ে নয় সকল শিশু কয় নিজের পায়ে দাঁড়াবে তারা বিশ্ব করবে জয়।’’ সম্মেলনে র্যালি, কুইজ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

৩৭৯টি ক্লাবের আওতায় ১১,৩৭০ জন কিশোর কিশোরী ০২টি (১টি ফলজ ও ১টি বনজ) করে বৃক্ষ রোপন করেছে।

ফটোগ্যালারী

কিশোর কিশোরী ক্লাব সম্মেলন/১৭ ঠাকুরগাঁও

ঢাকায় গত ১২/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার চিত্র

কিশোর কিশোরী ক্লাবের পিয়ার লিডার প্রশিক্ষণ চিত্র

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

নারী উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে নারী ইস্যুভিত্তিক ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদি তৃণমূল পর্যায়ে ও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে এবং সদর কার্যালয় সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা সহায়তা কর্মসূচী সমূহে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমুহ উদ্‌যাপন করা হয়।

১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। জাতির জনকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার প্রধান কার্যালয় সহ ৬৪ জেলা ও ৪২৮ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

- ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।
- ১৫ আগষ্ট সকাল ৭.৩০ থেকে ১০.৩০টায় কোরআনখানি, ১ মিনিট নিরবতা পালন,কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কালো বেজ ধারন,ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়।
- ১৬ আগষ্ট মহিলা সহায়তা কেন্দ্র এবং ঢাকাস্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মবিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

জতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মহিলা বিষয়খ অধিদপ্তর পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহা পরিচালক জনাব সাহিন আহমেদ চৌধুরী।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

‘‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস’’ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, মানব বন্ধন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সন্তানদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বিষেশ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহা পরিচালক জনাব সাহিন আহ্মেদ চৌধুরী ।

আলোচনা সভা

অনুষ্ঠানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সন্তানদের মাঝে ক্রেষ্ট ও সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ‘‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস’’ উপলক্ষে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

‘‘মহান বিজয় দিবস’’ ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস (৫ম তলা) হলরুমে আলোাচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভা

এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সাংকৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দিন। যথাযথ মর্যাদার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে ঢাকাস্থ জাতীয়

মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট হতে ঢাকা বিভাগের নির্বাচিত ৫ জন জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়

প্রেসক্লাবের সম্মুখে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকিএমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগমএনডিসি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক জনাব সাহিন আহ্‌মেদ চৌধুরী। ৮ মার্চ সকাল ১০:০০ টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা ও ঢাকা বিভাগের জয়িতা সম্মাননার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, বিশেষ অতিথি জনাব রেবেকা মমিন এমপি, সভাপতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সভাপতিত্বে ছিলেন মাননীয় সচিব জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গেষ্ট অব অনার জনাব ক্রিষ্টিনা হান্টার, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ,

ইউএন উইমেন বাংলাদেশ, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান সহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ঢাকা জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন । এছাড়াও বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা ৪২৮টি উপজেলায় মানববন্ধন, র‍্যালী, আলোচনা সভা, সেমিনার, স্বেচ্ছায় রক্তদান ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস

১। ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ঢাকাস্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের কর্তৃক সকাল ৯.০০ টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

২। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশু ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবারের শিশুদের অংশগ্রহণে জন্ম দিনের কেক কাটা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা (বঙ্গবন্ধু বিষয়ক) ও কবিতা আবৃত্তি এ দুটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

৩। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা সভায় সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান

এছাড়াও বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা ৪২৮ টি উপজেলা এবং ০৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দিবসটি উদযাপন করা হয় ।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

‘‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’’ ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় । মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

‘মা’ দিবস

পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র আর মধুর শব্দটি ‘মা’। হৃদয়ের গভীরে সদা জাগ্রত প্রাণ মাকে নিয়েই ‘‘ বিশ্ব মা ’’ দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত ‘‘স্বপ্নজয়ী মা’’দের ৮ মে

স্বপ্নজয়ী মা" সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি

২০১৭, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৫ম তলায় মাল্টিপারপাস হলরুমে বিকাল ২-৩০ মিনিটে ''স্বপ্নজয়ী মা '' সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু

বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাসিমা বেগম এনডিসি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাহিন আহমেদ চৌধুরী আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক জনাব এ.কে.এম.মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক শাহনওয়াজ দিলরুবা খান। অনুষ্ঠানে ''স্বপ্নজয়ী মা'য়েরা তাঁর সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের সংগ্রামের কথা এবং সুপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সন্তানরা মায়ের অবদানের কথা ব্যক্ত করেন। নির্বাচিত ১৫ জন ''স্বপ্নজয়ী মা''কে ক্রেষ্ট, সম্মাননা পত্র ও উপহার হিসেবে প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়।

লাইব্রেরী

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনসংযোগ শাখায় সংযুক্ত লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বিভিন্ন আইন বিষয়ক (চাকুরী বিধিবিধান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন), প্রশিক্ষণ বিষয়ক, কম্পিউটার, জেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত বই পুস্তক মহিলা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, সকল চলমান কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে। এই একাডেমীর মূল উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী শ্রমশক্তির দক্ষতাবৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং দক্ষ জনশক্তি রূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা আনয়ন। এ লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্হানে ৭টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

০১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষিত স্বল্প বেকার মহিলাদের ফিস গ্রহণের মাধ্যমে ৪(চার) মাস মেয়াদে দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক-বাটিক এন্ড টাইডাই এবং এমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০২। জেলা ও উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি জেলায় ৩মাস মেয়াদে ৫০জন করে মহিলা কে এবং ১৩৬টি উপজেলায় ৩ মাস মেয়াদে ৩০জন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকার মহিলাকে মোমবাতি তৈরী, সোপিছ তৈরী, দর্জি বিজ্ঞান. বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সাভিসিং, নার্সারী, বেকারী, প্যাকেট তৈরী, আধুনিক গার্মেন্টস, এমব্রয়ডারী,খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর

এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি গাজীপুর জেলার াজিরানীতে অবস্থিত । এই কেন্দ্রে ১৫ জন করে মহিলাকে সমন্বিত কৃষি ও মৎস চাষট্রেড ৩মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০৪। আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহঃ

শহীদ শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর ঃ

নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জিরানী গাজীপুরে অবস্থিত শহীদ শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। নিরাপদ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেশের দুর দুরান্ত থেকে আগত ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রেডে ৩০জন, বিউটিফিকেশন ট্রেডে-৩০জন, মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে-১০জন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ট্রেডে-৩০জন এবং কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে-৬০জন করে মহিলাকে ৩মাস মেয়াদ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা খরচে হোস্টেলে অবস্থান ও খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া মাসিক ৩০০/-(তিনশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে এ ট্রেডগুলি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া মহিলাদের যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কেন্দ্রে চামড়া শিল্প ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ ট্রেডে ৪০জন করে মহিলাকে ৩মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৫। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , ময়মনসিংহ ঃ

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের নামে ১৯৯৫ সালে দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । নিরাপদ আবাসিক পরিবেশে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩ মাস মেয়াদে ৭৫ জন করে ৪টি ব্যাচে বছরে মোট ৩০০ জন মহিলাকে আধুনিক পদ্ধতিতে হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং আধুনিক গামেন্টর্স এবং বিউটিফিকেশন কোর্সে তাত্বিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তুলতে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম ৫ম শ্রেণী পাশ এবং বয়স ১৬-৩৫ বছর। অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রের হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাসহ জনপ্রতি মাসে ৩০০/- টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও মহিলাদের আইনগত অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতন করা হয়ে থাকে। এ কেন্দ্রের বিউটিফিকেশন ট্রেডটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংগে এফিলিয়েটেড হয়েছে।

৬। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা ঃ

দেশের সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। কৃষি ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই দেশের নারী সমাজ । ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার জিরাবোর নরসিংহপুরে স্থাপন করা হয়েছে আবাসিক মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । দেশের দূর দূরান্ত থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে নিরাপদ আবাসন সুবিধায় হাতে কলমে নারী বান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।প্রতি ব্যাচে মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ ট্রেডে ১৫জন,এবং বেকারী এন্ড পেস্ট্রি ট্রেডে ১৫জন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিংট্রেডে ১০জন,বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে ১০জন, এবং হটিকালচার এন্ড নার্সারী ট্রেডে ১০জন করে মহিলাকে ৩ মাস মেয়াদে প্রতি ব্যাচে ৬০ জন করে মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের নারীরা নানরুটি, পাউরুটি, কেক, পিজা, পেষ্ট্রি, বিস্কুট ও উন্নত খাবার তৈরীপূর্বক বাজারজাত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতে সক্ষম হবে। এ কেন্দ্রের বেকারী এন্ড পেস্ট্রি ট্রেড ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংগে এফিলিয়েটেড হয়েছে ।

৭। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাগেরহাট ঃ

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাতে স্থাপন করা হয়েছে আবাসিক মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে নিরাপদ আবাসন সুবিধায় হাতে কলমে নারী বান্ধব পরিবেশে ৩ মাস মেয়াদে প্রতি ব্যাচে ড্রেস মেকিং এন্ড ট্রেলারিং ট্রেডে ৩০জন, কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে ৩০জন এবং বিউটিফিকেশন ট্রেডে ৩০জন করে মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে । প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০/-(তিনশত) টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রেরের ৩টি ট্রেডই ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংগে এফিলিয়েটেড হয়েছে।

৮। মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর ঃ

নিরাপদ আবাসিক পরিবেশে নারীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে দিনাজপুর মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত নারীদের আধুনিক গার্মেন্টস ট্রেড ২০জন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেলারিং ট্রেডে ৩০জন এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে ১০জন করে মহিলাকে ৩মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।
এ কেন্দ্রে ড্রেস মেকিং এন্ড টেলারিং ট্রেডটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংগে এফিলিয়েটেড হয়েছে।

৯। মা-ফাতেমা (রা) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া ঃ

দেশের সুষম উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নযন কল্পে বগুড়া জেলাধীন সারিয়াকান্দি উপজেলায় মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিরাপদ আবাসিক সুবিধায় মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স কোর্সে-১০জন,কনজুমার ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ২০জন এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান কোর্সে ২০জন করে

মহিলাকে ৩মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কেন্দ্রে মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স ট্রেডটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংগে এফিলিয়েটেড হয়েছে।

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী ঃ

রাজশাহী জেলার সদর উপজেলার সপুরায় স্থাপন করা হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।এটি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের নেত্রীবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে নিবন্ধিত স্বেচছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের নেত্রীদের প্রতি ব্যাচে ৬০ জন করে ০৫দিন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এছাড়া এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১৫ সাল থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৫দিন মেয়াদে আবাসিক প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে ।

স্মারণী

(জুলাই-২০১৬-জুন-২০১৭)

	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	দর্জি বিজ্ঞান	১২৫ জন	
		ব-ক, বাটিক এন্ড টাইডাই	৪৮ জন	
		এমব্রয়ডারী	৬২ জন	
		জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণ	১৪৬ জন	
		জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৮জন	
		প্রধান কার্যারয়ের কর্মকর্তাদের কম্পিউটার রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	৬৭জন	
		জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১৪৩ জন	
		অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষন	১৮০ জন	
		জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পি পি আর প্রশিক্ষণ	৪২ জন	
		জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিংশ প্রশিক্ষণ	৬৬ জন	
		প্রধান কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২২জন	
		প্রধান কার্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পি পি আর প্রশিক্ষণ	৫০ জন	
		প্রধান কার্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্টাফ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫০ জন	
		ডে-কেয়ার সেন্টারের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিবাযত্ন সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০ জন	
		প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ফায়ার ফাইটিং প্রশিক্ষণ	৮০ জন	
		যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩য় শোণীর কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১১৪জন	
		যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৪থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১১২জন	
২।	শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন ২। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ৩। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	৩৮ জন ২৯ জন ১৭১ জন	

		৪। ড্রেস মেকিংএন্ড টেইলারিং ৫। ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স ৬। লেদার অপারেটর	৪১ জন ৩০ জন ৩৬ জন	
৩।	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ(অনাবাসিক)	১। হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং ২। বিউটিফিকেশন ৩। আধুনিক গার্মেন্টস (অনাবাসিক)	৬৬ জন ৮২ জন ১০৯ জন	
৪।	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , জিরাবো, সাভার, ঢাকা (আবাসিক)	১। মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ ২। পেস্ট্রি এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৪। বেসিক কম্পিউটার ৫। হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী	১৭ জন ৪৩ জন ৩৬ জন ৪০ জন ০৫ জন	
৫।	মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (আবাসিক)	১। আধুনিক গার্মেন্টস ২। ড্রেস মেকিংএন্ড টেইলারিং ৩।বেসিক কম্পিউটার	১০০ জন ১২০ জন ২০ জন	
৬।	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাগেরহাট (আবাসিক)	১। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ২। ড্রেস মেকিংএন্ড টেইলারিং ৩। বিউটি ফিকেশন	১১৮ জন ৯৮ জন ৭৯ জন	
৭।	মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। (আবাসিক)	১। মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স ২। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ৩। ইলেকট্রিশিয়ান	৩৬ জন ৭৯জন ৭৮জন	
৮।	মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী (আবাসিক)	১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সংগঠন সমুহের নেত্রীবৃন্দের সক্ষমতা বিকাশ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ২। অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থশ্রেণীর কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫১০ জন ৭৪জন	
৯।	গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক প্রথশক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর (অনাবাসিক)	সমন্বিত কৃষি ও মৎস চাষ	৫৮ জন	
১০।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন৬৪টি জেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,(অনাবাসিক)	আধুনিক গার্মেন্টস,মোমবাতি তৈরী,শো-পিস তৈরী, টেইলারিং,ক্যান্ডি ,মেকিং,বিউটিফিকেশন,মোবাই ফোন সার্ভিসিং,খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কাগজের প্যাকেট তৈরী, কিচেন গার্ডেনিং (যে কোন ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ হয়)	১২৮০০ জন	
১১।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ১৩৬টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (অনাবাসিক)	দর্জি এম্ব্রয়ডারী	১৫৬০০ জন	
১২।	দক্ষিন কোরিয়া,ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া	বিদেশ প্রশিক্ষণ	১২ জন	

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত TQM কার্যক্রম

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জাইকার কারিগরী সহায়তায় Improving Public Services Through Total Quality Management (IPS-TQM) শীর্ষক একটি ৫ বছর মেয়াদী (২০১৩-২০১৮) প্রকল্প বাস্ড়বায়ন হচ্ছে । এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য টিকিউএম বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর ও পৌরসভায় তাদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি One year One Project (OYOP) কাঠামো গড়ে তোলা ।

IPS- TQM প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন National Building Department কে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । তন্মধ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অন্যতম । উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৭ টি জেলায় (মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, যশোর, কিশোরগঞ্জ, লক্ষীপুর, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, চাঁদপুর, ব্রাক্ষ্ণবাড়ীয়া, সিলেট, লালমনিরহাট, সিরাজগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, বরগুনা, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, মৌলভী বাজার, নওগাঁ, নড়াইল, এবং চট্টগ্রাম) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর আওতায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের সহায়তায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ কর্মশালার মাধ্যমে কাইযেন কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করেছেন ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে একটি ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম (কাইযেন) গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সমূহ, আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, মহিলা সহায়তা কেন্দ্র সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিন স্থাপন করার পাশাপাশি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দপ্তরে আগত সকল সেবা গ্রহীতার উক্ত বিন ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় ।

One year One Project (OYOP) এর মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয় সমূহে মাতৃত্বকালীন ভাতা যথাসময়ে বিতরন, খেলাপী ঋণ আদায়, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্যালয়ে নথিপত্র সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ, ভিজিডি আওতাভূক্ত মহিলাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষে বিভিন্ন স্কুলে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক সভা, ইউনিয়ন গুলোতে সচেতনতা মূলক উঠান বৈঠক করা এবং কার্যালয়ের বাহিরে ও ভিতরের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাথরুম সমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম (কাইযেন) গ্রহণ করা হয়।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ওকে

ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষিত মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সদর কার্যালয়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্স সমূহের বিবরণসহ কোর্স ফি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	ভর্তি ফি	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিফট
1.	Computer Basic, Windows Operation and Online Outsourcing Technique	4 Months (76 +36) = 112 Hours	2,500/-	S.S.C or A Level or Equivalent	10:00 am - 12:00 am and 2:30 pm - 4:30 pm
2.	Graphic Design and Online Outsourcing Technique	4 Months (76 +36) = 112 Hours	5,000/-	H.S.C: experience in the use of general windows application	2:30 pm - 4:30 pm
3.	Website Design with HTML. CSS & WordPress and Online Outsourcing Technique	4 Months (76 +36) = 112 Hours	8,000/-	H.S.C: experience in the use of general windows application & internet	2:30 pm - 4:30 pm

খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নবর্নিত কোর্স সমূহে শিক্ষিত মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
1.	Computer Basic, Windows Operation and Online Outsourcing Technique	৬০ জন।
2.	Graphic Design and Online Outsourcing Technique	১০ জন।
	মোট =	৭০ জন।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ''মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ'' কার্যক্রম এর মাধ্যমে দেশের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের অর্থ দিয়ে এই মহিলারা বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন-সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে স্বয়ংসমপূর্ণ হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৮টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অসহায় ও দুঃস্থ স্বামী পরিত্যাক্তা ও বিধবা গৃহহীন মহিলারা কাজ করে সাফল্য আর্জন করেছে।

এই কর্মসূচির ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ	আদায়	আদায়ের হার	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৬-২০১৭	১৫০.০০	৭২৯.৯২	৭২৮.৮১	৯৯.৮৫%	৫৯৪৮ জন	ঘূর্ণায়মান তহবিল হওয়ায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিতরণ ও আদায় হওয়ায় বরাদ্দের চেয়ে বিতরন ও আদায় বেশী হয়েছে।

চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র
(Employment Information Center)

একবিংশ শতাব্দির উন্নয়নপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী জাগরন, নারী উন্নয়ন এবং গণ সচেতনতার পাশাপাশিজেন্ডার ইকুইটি বা সমতার একটি বৈপলবিক পরিবর্তন এসেছে নারীর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। এদের মধ্যে থেকে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক , কর্মক্ষম, দক্ষ-অদক্ষ, চাকুরী প্রত্যাশী নারীর চলমান উন্নয়ন খাতে সুযোগ সৃষ্টির পথ উন্মোচিত হয়েছে।নারীরা এখন নানাবিধ প্রয়োজনে আত্ম প্রচেষ্টায় ঘর থেকে বেরিয়ে শিখেছে। পুরুষদের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য,সেনাবাহিনী ,নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, গার্মেন্টস, ড্রাইভিং, বিউটিফিকেশনথেকে শুরু করে সকল স্তরের কাজের ক্ষেত্রেই অংশ গ্রহনের জন্য মানসিক ও দৈহিক শক্তি অর্জন করেছে। লক্ষনীয় যে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর , বন্দর, শিল্প, এলাকা যেখানেই সুষ্ঠু পরিবেশ ও আর্থিক সমৃদ্ধ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা ও তাতে সমান উৎসাহী ও আগ্রহী। কিন্তু কোথায় কোন কাজের সুবিধা আছে,কোন পত্রিকায় কোন ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকা পাঠের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় অধিকাংশ নারী সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। ফলশ্রুতিতে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরীর আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহনে এখনও পিছিয়ে আছেন।এ ছাড়াও চাকুরী ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত গেজেটেড পদে ১০% এবং ননগেজেটেড পদে ১৫% কোটা সংরক্ষণের বিষয়টিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে না। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়েরদেশ হিসাবে এগিয়ে যাবে এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে- এই সম্ভাবনার সঠিক প্রক্রিয়া হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং তার যথাযথ ব্যবহার।

এ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ চাকুরী প্রত্যাশী নারীদের চাকুরী প্রাপ্তিতে সহযোগীতা প্রদান, চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও চাকুরীতে নারীদের কোটা পূরনের বিষয়ে সচেতনতা ও ফলো-আপ করার নিমিত্তে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় " চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র" দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে।

নিম্নে এর কর্মপরিধি বর্ণিত হলো ঃ

- বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, স্বল্প শিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ কর্ম উদ্দোগী আগ্রহী নারীগোষ্ঠীর নাম ১৫/- (পনের) টাকার বিনিময়ে নিবন্ধন করা হয়, যা ২ (দুই) ভছর কার্যকর থাকে। প্রয়োজনে পূনরায় ১৫/- (পনের) টাকা বিনিময়ে নিবন্ধন কার্ড নবায়ন করা যায়।
- নিবন্ধীকৃত নারীদের নারীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী শ্রেণীবিণ্যাস অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়।
- যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের আবেদন পত্র সুপারিশ সহকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহনে ইচ্ছুক প্রার্থীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত তাদের উপযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষনের খবর অবহিত করা হয়।
- নারীর সেবা প্রদানের সকল তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২ টি দৈনিক প্রত্রিকা এবং ১ টি সাপ্তাহিক চাকুরীর বিজ্ঞাপন পত্রিকা রাখা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা নোটিশ বোর্ড আপডেট করা হয়।
- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাছাইকৃত প্রার্থীর আবেদনপত্র সরাসরি সে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরন করা হয়।

- ❖ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গেজেটেড ১০% এবং ননগেজেটেড ১৫% কোটা পূরনের বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রলায় এবং এদের অধীনস্থ বিভাগ/ব্যুরো/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/উইং সমূহে নির্ধারিত ছক সহ পত্র প্রেরন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ❖ বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান,পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহ, দেশী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রের কর্মসূচীর বিষয়ে পত্র প্রেরণসহ নারী প্রার্থীদের নিয়োগ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ কর্মীর সংখ্যাগত বৈষম্য হ্রাসের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহনে উৎসাহিত করা হয়।

শুরু থেকে জুন' ২০১৭ পর্যন্ত চাকুরীতে মহিলাদের কোটা পূরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	জুলাই'২০১৬-জুন'১৭ পর্যন্ত	শুরু (জুলাই'৯৫)-জুন'২০১৭ পর্যন্ত	মন্তব্য
১.	নিবন্ধীকৃত মহিলার সংখ্যা	১৩০ জন	৭১০৬ জন	
২.	বিভিন্ন সংস্থায় নিবন্ধীকৃত চাকুরী প্রার্থী মহিলাদের প্রেরিত আবেদন পত্রের সংখ্যা	৪৩৮২ টি	১৪৪৯৩ টি	
৩.	যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধীকৃত মহিলাদের আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৯৫ টি	১০৬৮ টি	
৪.	চাকুরী প্রাপ্তির তথ্য জানানো মহিলার সংখ্যা	৫ জন	৭২৯ জন	
৫.	এ যাবত যে সকল প্রতিষ্ঠান হতে ১০% গেজেটেড এবং ১৫% ননগেজেটেড কোটার প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা			৩১০ টি প্রতিষ্ঠান (প্রধান মন্ত্রির দপ্তর, রাষ্ট্রপতির দপ্তর, ১৩ টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২৯৫ টি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বমোট= ২+১৩+২৯৫=৩১০)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ১৪ টি মন্ত্রণালয় এবং মোট ৩২ টি মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ২৯২ টি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বমোট (২+১৪+২৯৪=৩১০)। প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জন আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদ নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করার জন্য মহিলা সহায়তা কর্মসূচি প্রকল্প নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এবং প্রতিরোধ সেল কাঠামো

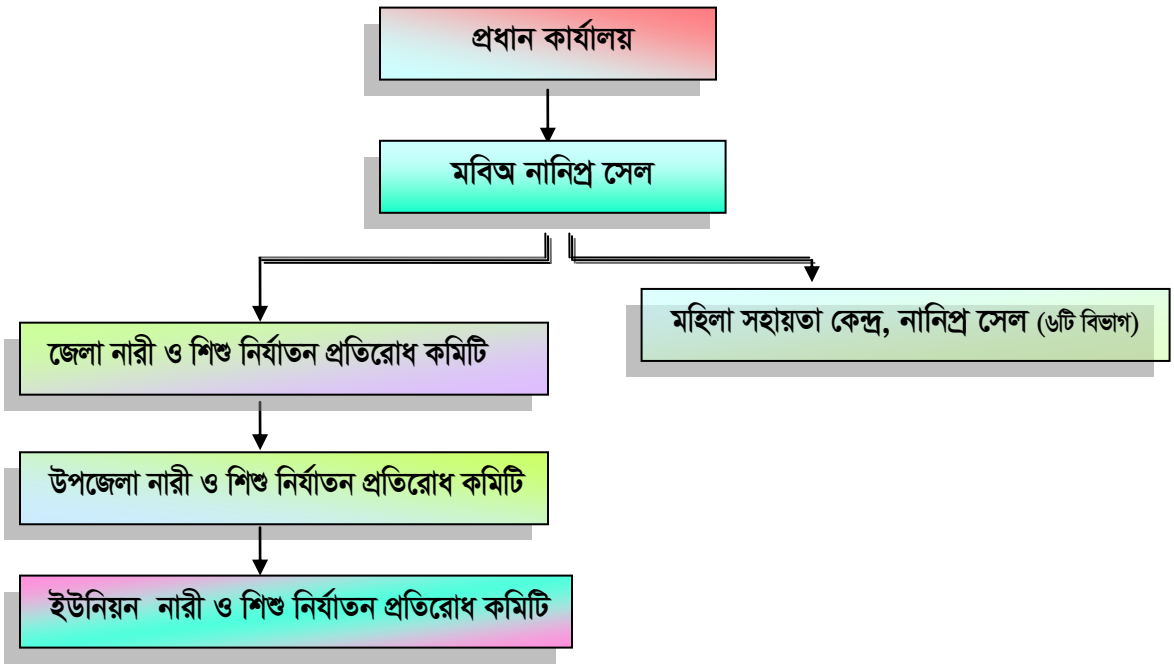

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

১। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

২। মহিলা সহায়তা কেন্দ্র

৩। চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র

৪। বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, অঙ্গনা

মহিলা সহায়তা কর্মসূচী

মহিলা সহায়তা কর্মসূচী মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, মহিলাদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজিক মর্যাদা সংরক্ষণ ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি ১৯৯১ সাল হতে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এবং ২০০১ সাল হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কর্মসূচির অধীনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে অসহায় নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ প্রদান, নির্যাতিতা ও অসহায় নারীদের অভিযোগ গ্রহণ এবং বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দান, বাদী ও বিবাদী পক্ষের মধ্যে সালিশ/কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পারিবারিক কলহ মিমাংসা করা, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের ভরণ পোষণ আদায়ের ব্যবস্থা করা, নির্যাতিতা ও তালাক প্রাপ্ত নারীদের দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং নাবালক সন্তানের খোরপোষ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি বিনা খরচে সেলে নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে বিচার পরিচালনায় সহায়তা করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ এবং ফলো-আপও করা হয়। দেশে সংঘঠিত যৌতুক দাবীর কারণে যে ধরণের নির্যাতনের সুযোগ সৃষ্টি হয় তাকে নিরুৎসাহিত করতে এ সেলের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন নারীদের বিনা খরচে ৬(ছয়) মাস পর্যন্ড় (দুটি সন্তানসহ অনুর্ধ ১২ বছরের নীচে) আশ্রয় প্রদান, বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান সহ সমাজে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর বাৎসরিক প্রতিবেদন (জুলাই/১৬-জুন/১৭ পর্যন্ত)

মাসেরনাম	মাসিক অভিযোগ(টি)	মাসিক নিস্পত্তি(টি)	দেনমোহরানা বাবদ মাসিক আদায়(টাকায়)	আশ্রয় প্রদান (জন)
জুলাই/১৬	৭১	৬৮	৬,৪২,৪০০/-	৭৮
আগস্ট/১৬	৮৬	৯২	৯,৪২,৮০০/-	৯৫
সেপ্টম্বর/১৬	৭৪	৭৭	৮,৭৪,১০০/-	১০১
অক্টোবর/১৬	৯২	৭৯	১৪,৫৪,৩০০/-	১১১
নভেম্বর/১৬	৭৩	১০৫	৭,৩৩,৩০০/-	৮১
ডিসেম্বর/১৬	৫৩	৬৩	৬,২৩,৫০০/-	৮২
জানুয়ারী/১৭	৮২	৬৬	১৫,৭৩,৮০০/-	৮১
ফেব্রুয়ারী/১৭	৫৪	৮৩	১২,২৬,৩০০/-	৭৬
মার্চ/১৭	৫৫	৮২	৫,৮১,৮০০/-	৯৭
এপ্রিল/১৭	৭৮	৮৬	৬,৮৫,৩০০/-	৯৩
মে/১৭	৮৬	৯৩	৭,৯৬,৮০০/-	১০৩
জুন/১৭	৫২	১০৬	৪,৭৮,৩০০/-	৯৩

বিঃ দ্রঃ জেরসহ মোট অভিযোগের উপর নিস্পত্তি করা হয়।

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর

১.	কর্মসূচির নাম	ঃ	মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪.	অবস্থান	ঃ	গাজীপুর জেলাধীন জয়দেবপুর উপজেলার মোগরখাল মৌজায়।
৫.	অবস্থারকারী হেফাজতীদের ধরণ	ঃ	মূলত আদালত হতে প্রেরিত বিভিন্ন মামলার ভিকটিম/হেফাজতীগণ (বাড়ী হতে পালায়ন, হারানো, ধর্ষন, হত্যা মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) কেন্দ্রে হেফাজতী হিসাবে অবস্থান করেন।
৬.	কেন্দ্রের ধারন ক্ষমতা	ঃ	আদালত হতে প্রেরিত ১০০ জন হেফাজতীর ধারন ক্ষমতা এ কেন্দ্রের রয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবনের ২য় ও তৃতীয় তলায় সর্বমোট ২০ টি রুমে ০৫ জন করে বর্তমানে মোট ১০০ জন হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে।
৭.	উদ্দেশ্য		• হেফাজতী মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। • বিনা মূলে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। • নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা। • আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। • কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসা সহ সম্ভব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা । • মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।
৮.	প্রদত্ত সেবা সমূহ	ঃ	▪ আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতীদের বিচার চলাকালীন সময়ে আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ▪ নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিজস্ব যানবাহনে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা সহ নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়। ▪ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে বিনা মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। ▪ বিশেষ বিশেষ দিবসে হেফাজতীদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। ▪ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ▪ হেফাজতীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
৯.	জনবল	ঃ	প্রকল্প কালীন নিয়োগকৃত ০২ জন, প্রেষনে নিযুক্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৯ জন জনবল দ্বারা আবাসন কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।
১০	হেফাজতীদের অবস্থান	ঃ	প্রকল্পকালীন সময় হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৯২৭ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জুলাই/১৬ হতে জুন/১৭ পর্যন্ত ৭৬ জন নতুন হেফাজতী আগমন ঘটেছে। অত্র কেন্দ্রে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রতিমাসে গড় ২০-২৫ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল

কর্মজীবী নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ঢাকাস্থ (নীলক্ষেত, মিরপুর, খিলগাঁও) ০৩টি এবং স্ব-অর্থায়নে ঢাকার বাইরের জেলা শহর চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে ০১টি করে মোট ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল হোস্টেলে মোট সিট সংখ্যা-১৪০৬টি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচির কার্যাবলী নিম্নরুপ:

১। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে উপকারভোগী কর্মজীবী মহিলা'র সংখ্যা-২,০৮৯ জন (গড়)।

২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব খাতভুক্ত ঢাকাস্থ ০৩টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মধ্যে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা এর সিটভাড়া, ভর্তি ফি ও গেস্ট সিট ভাড়া বিদ্যমান হারের উপর ৬০% হারে এবং নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, মিরপুর-০১, ঢাকা এবং বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খিলগাঁও, ঢাকা'র সিটভাড়া, ভর্তি ফি ও গেস্ট সিট ভাড়া বিদ্যমান হারের উপর ৪০% হারে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়। যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০১/০৪/২০১৬ হতে কার্যকর করা হয়।

৩। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'হোস্টেল পরিচালনা নীতিমালা'- ২০১৬ অনুমোদিত হয়।

৪। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেবার মানন্নোয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিদ্যমান সেবাসমূহের মধ্যে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচির 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সিট বরাদ্দ ও প্রাপ্তি প্রক্রিয়া' সহজিকরণ করা হয়েছে। সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের ফলে আবেদনকারীর সময়, অর্থ ও ভিজিট পূর্বের তুলনায় কমেছে। এরই ধারাবহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'সেবা সহজিকরণ-দৃষ্টান্ত: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সিট বরাদ্দ ও প্রাপ্তি প্রক্রিয়া' ডকুমেন্টশন প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত) দিবাযত্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়েদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রে সকাল ৮ঃ৩০ থেকে বিকেল ৫ঃ৩০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবার ধরণ ঃ

শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের সুষম খাবার (সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা) প্রদান, প্রাক-স্কুল শিক্ষা প্রদান, ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি তাদের শিষ্টাচার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান। এখানে শিশুদেরকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, চিত্তবিনোদনের জন্য টিভি, ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী করা হয় এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

রাজস্ব খাতে দু'ধরণের মোট ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে।

ক) **নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রঃ** নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

খ) **মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রঃ** মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	বাজেট ২০১৬-২০১৭		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)
		মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১)	কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বাড়ি নং-৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।	১৬,৭০,৯০,৭৩২/-	১৫,৫১,৮৪,৪৭৭/-	৮০	৭১
২)	মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১/৬-এ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।			৮০	৫৫
৩)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা			৮০	৫১
৪)	মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৫৫৩, নয়াটোলা রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।			৮০	৬৮
৫)	রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১৬৭/এ, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।			৮০	৬১
৬)	যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র খিলগাঁও স্টাফ কোয়াটার (ওভারব্রীজের নীচে) ঢাকা।			৮০	৫৪
৭)	ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১৯ লালমোহন পোদ্দার লেন, আইজি গেট, ঢাকা।			৮০	৬৮
৮)	কামরাঙ্গীরচর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৪৯, আলীনগর, চেয়ারম্যান বাড়ী, বড়গ্রাম, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।			৮০	৫৮
৯)	টঙ্গী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র অভিযান-১০, ৩নং চেরাগআলী মাতবর রোড দক্ষিণ আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।			৮০	৮০
১০)	নারায়নগঞ্জ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া , চানমারী, নারায়নগঞ্জ।			৮০	৭৮

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	বাজেট ২০১৬-২০১৭		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের
১১)	ফেনী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র হোল্ডিং নং ৩১৩, এস, এস এস, কে রোড, ফেনী।			৮০	৮০
১২)	ময়মনসিংহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯ আকুয়া, ময়মনসিংহ।			৮০	৮০
১৩)	বি-বাড়িয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১৩২৯, হাই ম্যানসন (২য় তলা) কাউতলী, বি-বাড়িয়া।			৮০	৭৩
১৪)	ফরিদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চর পশ্চিম টেপাখোলা, ফরিদপুর।			৮০	৭১
১৫)	যশোর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৮৫নং হাজী মহসীন রোড, লোন অফিস পাড়া, যশোর।			৮০	৭৪
১৬)	কুষ্টিয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৪৪ স্যার ইকবাল রোড, কোটপাড়া, কুষ্টিয়া।			৮০	৬৩
১৭)	পাবনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রোমেনা কটেজ, হোল্ডিং-১৪৮, সারা রোড, পৈলানপুর, পাবনা।			৮০	৭৭
১৮)	বগুড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ফুলবাড়ী, বাড়ী নং-১৮৬০ তালতলা, বগুড়া।			৮০	৭৪
১৯)	কুমিল্লা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এ্যাডভোকেট কাশেম এর বাড়ী, পুরাতন মৌলভীপাড়া, চকবাজার, কুমিল্লা।			৮০	৪৯
২০)	দিনাজপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১২১/১৯৯৬, লালবাগ, দিনাজপুর।			৮০	৮০
২১)	শ্রীমঙ্গল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১১/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার।			৮০	৬৪
২২)	চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বাড়ী নং-২৪, রোড নং-২, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি চট্রগ্রাম।			৬০	৬০
২৩)	রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সপুরা, রাজশাহী।			৬০	৬০
২৪)	খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৫, শেরে বাংলা রোড, খুলনা।			৬০	৬০
২৫)	বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র কলেজ রোড, বরিশাল।			৬০	৬০
২৬)	সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নয়া সড়ক, সিলেট।			৬০	৬০
২৭)	মিরপুর-১০ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বাড়ি নং-১১৯৬, পূর্ব মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।			৫০	৫০
২৮)	সাভার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র মেহেদী প্যালেস, ৭/১ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯, নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।			৫০	৫০
২৯)	জিগাতলা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, রোড নং-১, প্লট নং-৫, ফেন্সী হাউজিং জিগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।			৫০	৫০

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	বাজেট ২০১৬-২০১৭		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের
৩০)	ডেমরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র মাতববর বাড়ী, ভাংগা প্রেস, ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।			৫০	৪৬
৩১)	আদাবর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বাড়ি নং- ৫৩/৫৪, রোড নং- ১৬, সনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।			৫০	৫০
৩২)	বাড্ডা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১১০৫, খিলবাড়িরটেক, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২			৫০	৫০
৩৩)	গাবতলী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এ/৫৫, তয় কলোনী, লালকুঠি, মিরপুর মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা			৫০	৫০
৩৪)	সচিবালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ঢাকা ভবন নং-১০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			৫০	৫০
৩৫)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, ঢাকা।			৫০	৩৫
৩৬)	এজিবি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ঢাকা গ্যারেজ বিল্ডিং, ৩য় তলা, এজিবি, ঢাকা।			৫০	৪০
৩৭)	খিলগাঁও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র খিলগাঁও স্টাফ কোয়াটার (ওভার ব্রিজের নীচে) , ঢাকা।			৫০	৪১
৩৮)	মিরপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র টোলারবাগ, মিরপুর, ঢাকা।			৫০	৪১
৩৯)	মবিঅ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৭ম তলা, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, মবিঅ, ঢাকা।			৫০	১৬
৪০)	নাখালপাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন (সংসদ সদস্যদের বাসভবন) কক্ষ নং-২১ ও ২২, নাখালপাড়া, ঢাকা।			৫০	৩৭
৪১)	প্ল্যানিং কমিশন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্লানিং কমিশন চত্বর, আগারগাঁও, ঢাকা।			৫০	৩৭
৪২)	রাজারবাগ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।			৫০	৩১
৪৩)	উত্তরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বাড়ি নং- ৬/এ, রোড নং-২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।			৫০	৩৭
		১৬,৭০,৯০,৭৩২/-	১৫,৫১,৮৪,৪৭৭/-	২৮৩০	২,৪৪০

- **রাজস্ব খাতে পরিচালিত মধ্যবিত্ত ১০টি দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ৫০০/- টাকা ; ভর্তি ফি ৫০০/- টাকা।**
- **রাজস্ব খাতে পরিচালিত ৩৩টি নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা ; ভর্তি ফি ১০০/- টাকা।**

উন্নয়ন প্রকল্প সহ অন্যান্য কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান ও ব্যয়ের শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন। জুলাই ২০১২- জুন ২০১৯(সংশোধিত)	মোটঃ ২২৬৭.৪২ জিওবিঃ ২২৬৭.৪২ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ ১৩২.০০ জিওবিঃ ১৩২.০০ প্রঃ সাঃ -	১৩২.০০ (১০০%)	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হোষ্টেল ভবন ও অন্যান্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র।

০২।	কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। এপ্রিল ২০১৩ - জুন ২০১৭	মোটঃ ২৮৪৩.৫৬ জিওবিঃ ২৬৭.৩৭ প্রঃ সাঃ ২৫৭৬.১৯ (বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ)	মোটঃ ১১৭.০০ জিওবিঃ ১১৭.০০ প্রঃ সাঃ --	৯৮.৫৯ (৮৪.২৬%)	জুন/২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নবনির্মিত হোস্টেল ভবন

০৩।	এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড প্রমোটিং উইমেন্স রাইট্স। জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৬	মোটঃ ১১২৩.২০ জিওবিঃ - প্রঃ সাঃ ১১২৩.২০	মোটঃ ১২০.০০ জিওবিঃ - প্রঃ সাঃ ১২০.০০	১২০.০০ (১০০%)	প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬-তে সম্পন্ন হয়েছে।

আলোকচিত্রে প্রকল্প কার্যক্রম।

০৪।	জেনারেশন ব্রেক থ্রু জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮(সংশোধিত)	মোটঃ ৭৭৯.৪৮ জিওবিঃ - প্রঃ সাঃ ৭৭৯.৪৮	মোটঃ ১৩৫.০৫ জিওবিঃ - প্রঃ সাঃ ১৩৫.০০	১০৪.৮০ (৭৭.৬০%)	দাতা সংস্থা ইউএনএফপিএ কর্তক পরিচালিত ।

জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্পের ক্লাব বেইজড্ কার্যক্রমের অংশ

০৫।	পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা। জুলাই ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৭ (সংশোধিত)	মোটঃ ২৬৩৩.৬৩ জিওবিঃ ১৫৭৯.৫৩ প্রঃ সাঃ ১০৫৪.১০	মোটঃ ৬৭৯.০০ জিওবিঃ ৬৭৯.০০ প্রঃ সাঃ ৭৯০.০০	৬৭৯.০০ (১০০%)	

প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন হাসপাতাল ভবন

০৬।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোষ্টেল নির্মাণ। জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯	মোটঃ ৪৭৭৫.২০ জিওবিঃ ৪৭৭৫.২০ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ ৯৮২.০০ জিওবিঃ ৯৮২.০০ প্রঃ সাঃ -	৯৩২.২৬ (৮৪.৯৩%)	-

প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মান ও ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠান

০৭।	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নার্সেস হোস্টেল স্থাপন। জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮	মোটঃ ২১০২.৩৪ জিওবিঃ ১২৫৮.৪০ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন - ৮৪৩.৯৪	মোটঃ ৫০০.০০ জিওবিঃ ৫০০.০০ প্র:সা: -	৫০০.০০ (১০০%)	-

প্রকল্পের ভবনের আলোকচিত্র

০৮।	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯	মোটঃ ১৭২৬.২৯ জিওবিঃ ১৭২৬.২৯ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ ৮১৯.০০ জিওবিঃ ৮১৯.০০ প্রঃসাঃ -	৪১০.৮০ (৫০.১৬%)	-

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নির্মাণাধীন প্রকল্প ভবন।

০৯।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারন প্রকল্প। জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯	মোটঃ ৩৯৩৭.৫৫ জিওবিঃ ৩৯৩৭.৫৫ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ ৬০.০০ জিওবিঃ ৬০.০০ প্রঃসাঃ -	৯.০০ (১৫%)	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুমোদন হয়েছে ।

১০।	২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। জুলাই ২০১৬-ফেব্রুয়ারি ২০২১	মোটঃ ৫৯৮৮.৪৯ জিওবিঃ ৫৯৮৮.৪৯ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ ৬০০.০০ জিওবিঃ ৬০০.০০ প্রঃসাঃ -	১২৭.৯৫ (২১.৩৩%)	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুমোদন হয়েছে ।
১১।	ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভিটিস (আইজিএ) ট্রেনিং অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল (জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯)	মোটঃ ২৫০৫৬.২২ জিওবিঃ ২৫০৫৬.২২ প্রঃ সাঃ -	মোটঃ -- জিওবিঃ -- প্রঃসাঃ -	-- (%)	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

২০১৬-১৭অর্থ বছরের এডিপিতে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প সমূহঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের কার্যক্রম ও উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
০১।	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন। জুলাই ২০১৬- জুন ২০২১	৮৭৭৫২.৬৬৩	৪৮৮৩টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৩৩০টি পৌরসভায় মোট ৪,৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হবে। ৭,৩২,৪৫০ জন কিশোর-কিশোরী এই ক্লাবের সদস্য হিসাবে উপকৃত হবেন।	পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ পরিপত্র (আগষ্ট ২০১৬) অনুযায়ী নির্ধারিত ডিপিপিবাংলা ছকে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
০২।	২টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট ও বরিশাল) কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন । (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	৩১৭৬.১৯	বরিশাল হোস্টেলে ৮৮ জন এবং সিলেট হোস্টেলে ১১২ জন মোট ২০০ জন বোর্ডার আবাসন সুবিদা পাবে (সম্ভাব্য)।	মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর অগ্রগতি বিভাগীয় শহরে নির্মিত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে উক্ত স্থানে ডে-কেয়ার কর্মসূচী, কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় স্থানান্তর করা হবে। উল্লেখিত ৫টি বিভাগীয় শহরের (সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম) ভবন উর্ধ্বমুখী (১০ তলা পর্যন্ত) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩।	নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান হোস্টেল সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার। (মার্চ ২০১৭-ফেব্রুয়ারি ২০২০)	৪০৩৪.০৭	নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে এবং ২৪৫ জন কর্মজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা পাবে এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোরে বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হবে।	নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান হোস্টেল সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্পের আওতায় চলমান ৪টি হোষ্টেলের সংস্কার/মেরামত অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি (বাংলায়) প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
০৪।	মহিলাদের জন্য অভ্যন্তরীন	২৪৭৪.৫৩		বাংলা ছকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের কার্যক্রম ও উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
	ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে ফিরোজা আমু ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন। (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০)	(জিওবি-১৮৫৫.৭২ + সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা ৬১৮.৮১)		
০৫।	জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)। (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	৪১৩৯.৪৪ লক্ষ টাকা	জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপে-ক্স ভবনে ৫০জন মহিলা আবাসন সুবিধা সহ ডে-কেয়ার সেন্টার ও অন্যান্য সুবিধা থাকবে।	"জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলা যথাক্রমে- গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, নড়াইল, ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলায় নিজস্ব কমপ্লেক্স নির্মাণ এর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। চূড়ান্ত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন পূর্বক PWD-তে ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬।	সাভার বড় আশুলিয়ায় গার্মেন্টসে কমর্রত নারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল-২ নির্মাণ। (জুলাই ২০১৬- জুন ২০২১)	৪৫৭৯.৩৩	প্রকল্পের আওতায় ১৪ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। সম্ভাব্য ৭৯৮ জন বোর্ডার আবাসন সুবিধা পাবে।	গৃহায়ণ তহবিল ষ্টিয়ারিং কমিটি ৪৭তম সভায় গৃহায়ণ তহবিলের ঋণ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে স্থাপত্য নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।
০৭।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী, অডিটোরিয়াম ও দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন নির্মাণ। (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	৫০০০.০০	একাডেমী ভবনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কমর্রত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি একই ভবনে পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৫০ জন শিশু দিবাকালীন সেবা পাবে।	২০ তলা ফাউন্ডেশনের উপর আপাতত: ০৬ তলা ভবন নির্মাণের নকশা সংশোধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র দেয়া স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশা প্রণয়ন করতে সময় প্রয়োজন উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করে।
০৮।	গার্মেন্টসে কমর্রত নারী শ্রমিকদের জন্য কলোনী নির্মাণ, বাইপাইল, সাভার। (জুলাই ২০১৬- জুন ২০২১)	৭৬২১.০৮	প্রকল্পের আওতায় ১২ তলা বিশিষ্ট ০৩টি ভবন নির্মাণ করা হবে (সম্ভাব্য)। আনুমানিক ২০০০ পরিবার আবাসিক সুবিধা পাবে।	প্রকল্পের আওতায় সাভারের বাইপাইলে ১.৭৭ একর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির দলিল রেজিষ্ট্রিকরণ ও নামজারী সম্পন্ন হয়।
০৯।	গার্মেন্টসে কমর্রত নারী শ্রমিকদের জন্য কলোনী নির্মাণ, গাজীপুর। (জুলাই ২০১৬- জুন	৭৬৩৬.৭৩	প্রকল্পের আওতায় ১২ তলা বিশিষ্ট ০৩টি ভবন নির্মাণ করা হবে (সম্ভাব্য)। আনুমানিক	প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর সদর উপজেলা গোবিন্দবাড়ী মৌজায় ৩.৫৯ একর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির দলিল রেজিষ্ট্রি এবং নামজারীকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রঃ নং	মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের কার্যক্রম ও উপকারভোগীর সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
	২০২১)		২০০০ পরিবার আবাসিক সুবিধা পাবে।	
১০।	৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন। (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২)	১৮৮৮৬.২৪২	প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬ হাজার শিশু দিবা-কালীন অবস্থানের সুবিধা পাবে।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই করে সর্বশেষ পরিপত্র (আগষ্ট ২০১৬) অনুযায়ী বাংলা ছকে প্রণয়ন পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	ষ্টাবলিশমেন্ট অফ কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কলেজ এট ঢাকা ফর কোয়ালিটি এডুকেশন টু উইমেন ইন নার্সিং। (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮)	২২৪০.৬২ (জিওবি- ১২৯৩.৬২ + কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাষ্ট- ৯৪৭.০০)	প্রকল্পের আওতায় ১৪ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১০ তলা কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কলেজ ভবন নির্মাণ করা হবে। ভবনে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী নাস্ত্রের আবাসিক সুবিধা পাবে।	বাংলা ছকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকণ্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বরাদ্দহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
১২।	Advancement of Womens Rights. (জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০)	৬৭৫.৭০ লক্ষ টাকা		মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে UNFPA এর অর্থায়নে 9th Country Programme (CP) and CP Action Plan এর আওতায় Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্পের TAPP প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	নারী আইসিটি ফ্রি-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন। (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২)	১৬০০০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সাড়া দেশে সম্ভাব্য ৩৮,৪০০ জন আইসিটি ফ্রি-ল্যান্সার নারী উদ্যোক্তা তৈরী হবে।	বাংলা ছকে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটির একটি সভা করা হবে ।
১৪।	Investment Component for Vulnerable Group Development (ICVGD) Project. (জানুয়ারী ২০১৫-জুন ২০১৯)	৩০৫২৯.৫৮ লক্ষ টাকা (GOB-28552.05) (P.A 1977.53)	এই প্রকল্পের আওতায় ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্ড় বায়ন করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য আরডিপিপি প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫।	ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন থ্রু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং। (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯)	৮৭৯১.০৫ লক্ষ টাকা	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায় ৭৩,৫০০ জন নারী প্রশিক্ষণ পাবে।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় (মশিবিম, মবিঅ এবং এডিবি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (অনুন্নয়ন খাত)

(হাজার টাকায়)

কোড নং	বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ব্যায়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২৫,৪৯,০০	২৩,০৩,৭৮	২,৪৫,২২	
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৪৩,৪৫,৬৪	৪২,৫৫,৩২	৯০,৩২	
৪৮০০	ভাতাদি	৭২,৭৩,৪৬	৫০,৩৮,৯৮	২,৩৪,৪৮	
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪৬,৮০,৯৪	৪৩,১৬,৩৬	৩,৬৪,৫৮	
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬,৪২,০০	৫,১৩,২৪	১,২৮,৭৬	
৫৯৩০	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ক্রয় সরঞ্জাম মঞ্জুরী	২,০০,০০	১,৯৯,৯৬	৪	
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	২,৫০,০০	১,৫৯,০৩	৯০,৯৭	
৬৯০০	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ	৫,০০	১	৪,৯৯	
সর্বমোট =		১৭৯,৪৬,০৪	১৬৭,৮৬,৬৮	১১,৫৯,৩৬	

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্মারণী

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসর

মন্ত্রনালয়/ বিভাগের নাম - মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

(কোটি টাকায়)

খাতের বিবরন	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	
২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব খাত ও কর্মসূচি সংক্রান্ত	৬৫টি	৫৮.৪৪৭৩	৫৩টি	২৩টি	১.১২৫৪	৪২টি	৫৭.৩২১৯	দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি- পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান।
সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	২২৫টি	২৭০.১০২৮	২০০টি	২৭টি	৮.৭৮৩৩	১৯৮টি	২৬১.৩১৯৫	দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি- পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান।

পেনশন

মাসের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	সর্বমোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জুলাই-২০১৬	০	০	০	৫	=৫	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ইং পর্যন্ত ১২(বার) মাসের তথ্যাদি ।
আগষ্ট-২০১৬	০	০	০	০	=০	
সেপ্টেম্বর-২০১৬	১	১	১	০	=৩	
অক্টোবর-২০১৬	০	১	০	১	=২	
নভেম্বর-২০১৬	০	০	০	০	=০	
ডিসেম্বর-২০১৬	৩	০	০	০	=৩	
জানুয়ারী-২০১৭	১	২	১	২	=৬	
ফেব্রুয়ারী-২০১৭	১	০	০	১	=২	
মার্চ-২০১৭	৫	০	০	০	=৫	
এপ্রিল-২০১৭	১	০	০	০	=১	
মে-২০১৭	০	০	০	১	=১	
জুন-২০১৭	৩	০	০	০	=৩	
সর্বমোট	১৫	৪	২	১০	=৩১	

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য

২০১৬ - ২০১৭ অর্থ বছরে বিভাগীয় মামলা গঠন ঃ

ক্রঃ নং	মামলা নম্বর	অভিযুক্তের নাম ও পদবী	অভিযোগ গঠনের তারিখ	মন্তব্য
১.	নং-১৮৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম,গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা।	২৮/০৭/২০১৬	
২.	নং-১৮৯	জনাব মোঃ ওবায়েদুল হক, অফিস সহায়ক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় সেনবাগ, নোয়াখালী।	০৪/০৮/২০১৬	
৩.	নং-১৯০	অনুমারাক, প্রশিক্ষক মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা।	১৮/০৮/২০১৬	
৪.	নং-১৯১	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা।	২৯/০৯/২০১৬	
৫.	নং-১৯২	সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ডে-কেয়ার অফিসার, এজিবি ডে-কেয়ার সেন্টার, ঢাকা।	১২/১২/২০১৬	
৬.	নং-১৯৩	মোঃ আফজাল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।	১২/১২/২০১৬	
৭.	নং-১৯৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, গাড়ী চালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা।	০৫/০১/২০১৭	
৮.	নং-১৯৫	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বাগেরহাট (বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে বদলীর আদেশাধীন)।	২১/০৫/২০১৭	

২০১৬ - ২০১৭ অর্থ বছরে বিভাগীয় মামলা নিস্পন্ন ঃ

ক্রঃনং	অভিযুক্তের নাম ও পদবী	অভিযোগের বিষয়	প্রাপ্ত দন্ডদেশ	দন্ডদেশ প্রদানের তারিখ
১.	মর্জিনা খাতুন, প্রোগ্রাম অফিসার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়,কুষ্টিয়া	জালিয়াতি দুর্নীতি পরায়ণতা	তিরস্কার ও ৪টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	১৯/০৭/২০১৬
২.	জনাব মোঃ ওবায়েদুল হক অফিস সহায়ক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী।	ঋণের টাকা আত্মসাত করা।	তিরস্কার দন্ড	০৫/০৯/২০১৬
৩.	জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, গার্ড মহিলা সহায়তা কর্মসূচি লালমাটিয়া, ঢাকা।	দায়িত্বে অবহেলা এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা।	তিরস্কার ও ৩ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	৩০/১০/২০১৬
৪.	আফসানা খান-ই খানম,স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ডে-কেয়ার সেন্টার, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা।	ডে-কেয়ার অফিসারের সাথে অশালীন আচরণ করা।	তিরস্কার ও ৩ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	০৭/১১/২০১৬
৫.	মোঃ কুতুবুল ইসলাম নিরাপত্তা প্রহরী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, যশোর।	ডে-কেয়ার অফিসার ও শিক্ষিকার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা।	তিরস্কার ও ৩ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	২৩/১১/২০১৬
৬.	মোঃ মহিউদ্দিন ভূইয়া, অফিস সহায়ক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ।	নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা।	তিরস্কার ও ৩ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	০৮/১২/২০১৬
৭.	আফরোজা আক্তার শিমু উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা।	তিরস্কার ও ১ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	২৮/১২/২০১৬
৮.	মোঃ মাঈনুল হক, প্রোগ্রাম অফিসার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, জয়পুরহাট।	সরকারী কোষাগারে টাকা জমা না দেয়া, Daily Basic হিসেবে ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ ও নিয়মবর্হিভুতভাবে সদর কার্যালয়ে রাত্রী যাপন করা।	তিরস্কার দন্ড	২৮/১২/২০১৬
৯.	অনুমারাক, প্রশিক্ষক মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা।	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উৎপাদিত মালামাল বিক্রির টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া এবং রশিদ বহিতে ঘষামাজা করা।	তিরস্কার দন্ড	১৯/০২/২০১৭
১০.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সদর কার্যালয়, ঢাকা।	অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা।	তিরস্কার ও ৪ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	১৯/০২/২০১৭
১১.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সদর কার্যালয়, ঢাকা।	কর্তৃপক্ষের আদেশ আমান্য করা এবং দায়িত্বে অবহেলা করা।	তিরস্কার ও ৩ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত।	১৮/০৫/২০১৭
১২.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সদর কার্যালয়, ঢাকা।	অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, কর্তৃপক্ষের আদেশ আমান্য করা এবং দায়িত্বে অবহেলা করা।	চাকুরী হতে বরখাস্ত	২৮/০৫/২০১৭

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় সম্প্রসারণ

১৯৮৪ সালে দেশের বৃহত্তর ২২টি জেলা এবং ১৩৬ টি থানা নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ৪২টি জেলা ও ১০০টি উপজেলা এবং তৎপরবর্তী সময়ে আরো (৮০+৮০+৩৩)=১৯৩ টি উপজেলায় অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে ৬৪ টি জেলা ও ৪২৯ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সম্প্রসারিত জনবল

মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠনকালে জনবল ছিল ৯৭৭ জন। পরবর্তীতে নতুন ৪২টি জেলা এবং ২৯৩ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। এছাড়া অধিদপ্তরাধীন ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৫৬৯ টি।

সেবা ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল
১.	কাজী রওশন আক্তার	মহাপরিচালক (অতি:সচিব)	৪৮৩১৯১৪৯		০১৭২০২৩৯২৫৮
২.	এ.কে.এম.মিজানুর রহমানএনডিসি	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	৯৩৩৬০৬৩		০১৭১৫০৩৯৯৬৬
৩.	শাহনওয়াজ দিলরুবা খান	অতিরিক্ত পরিচালক(উপ-সচিব)	৯৩৩২৩৭৪	৯৬৭৪৮১৮	০১৭১১৯৩১৯৯৩
৪.	মো: নুরুল ইসলাম তালুকদার	অতিরিক্ত পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৫৯৬৮১		০১৭১১৮০৬১৫১
৫.	শরীফা আহমেদ	উপ-পরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)	৯৩৬১৪৯২		০১৫৫২৩৩০১৭০
৬.	মার্জীয়া নাজনীন	উপ-পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)	৫৮৩১০৭৭০		০১৭১২৭০৯৯৭৭
৭.	শামীমা আক্তার বানু (অতি:দা:)	উপ-পরিচালক (ডে-কেয়ার)	৯৩৫১১৯৬		০১৭১৮৯৭১৫১৬
৮.	জাকিয়া ইয়াসমিন জোয়ার্দার	উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৩৬২৭০৮		০১৫৫২৪৩৮০২৩
৯.	শামীমা আক্তার বানু	উপ-পরিচালক (পরিঃ ও মূল্যাঃ)	৮৩৫০২৯৮		০১৭১৮৯৭১৫১৬
১০.	মমতাজ বেগম	উপ-পরিচালক (সচেতনতা)	৯৩৬২৭০৮		০১৭১৩-৭০৫৬৮২
১১.	শাহীন সুলতানা	উপ-পরিচালক (রেজি: ও জনপ্রকা:)	৮৩৫০২৯৮		০১৭১১৪৮৩৩৬৫
১২.	মোঃ আবুল কাশেম	উপ-পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭১১৫৮৬০৬২
১৩.	সুলতানা রাজিয়া	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৩৩২৮৯৯	৮৩৩২৮৪৯	০১৭১১৪৮০২৭১
১৪.	পারভীন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (পরিঃ)	৯৩৬১৯৭৫	৯৩৪৪১৪৬	০১৭৮৪৬২৭৫৭২
১৫.	ফেরদৌস আখতার	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৩৬২৭৩১		০১৭১১৪৬১০২৪
১৬.	ফেরদৌসী বেগম	গবেষণা কর্মকর্তা	৫৮৩১২৩৫০		০১৫৫২৪৭১৩৪৫
১৭.	মাহমুদা বেগম	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৮৩১১১১৫		**০১৮১৭৬৪৫৭০০**

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল
১৮.	কাওসার পারভীন	সহকারী পরিচালক (রেজিঃ)			০১৭১১৩৬১০৭৪
১৯.	মোসাঃ বেনুয়ারা খাতুন	সহকারী পরিচালক(সঃ প্রঃ কাঃ)			০১৭১৮-৭৮৪২১৫
২০.	শারমিন শাহীন	সহকারী পরিচালক (প্রশা-১)	৯৩৬১৪৬১		০১৭৩১৫১৯০৫৫
২১.	কামরুন নাহার	সহকারী পরিচালক (প্রশা-২)			০১৭১১৪৮৩৩৬৫
২২.	গুলশান জাহান চৌধুরী	সহকারী পরিচালক (সচেতনতা)		৮৩২১৭১৩	০১৫৫৭৮১৯৩৮৮
২৩.	এ,জে,এম রেজাউল আলম	সহকারী পরিচালক (অডিট)	৮৩১১৭৭৯		০১৯১৬৬৬৫৬৬৭
২৪.	শামীমা আক্তার	গবেষনা ও মনিটরিং কর্মকর্তা			০১৮৬৪৯৭৭৪৫০
২৫.	বেগম ইয়াসমীন আখতার	সমন্বয়কারী (অতি:দা:) অঙ্গনা			০১৭২০-৫১৭০৩১
২৬.	ফারহানা আখতার	গবেষনা কর্মকর্তা			০১৯১১২৮৫৫০০
২৭.	জান্নাতুল ফেরদৌস	গবেষনা কর্মকর্তা			০১৯১৬৮১৯২৮২
২৮.	পারভীন আক্তার খান	আইনজীবি	৯৩৬১৪৯২		০১৭২৬১৭৮১৫০
২৯.	মোঃ মঞ্জুর আলম	সহকারী পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭১১৩৬১৩৪০
৩০.	মজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭১২০২০৪৬৭
৩১.	মোঃ জামাল উদ্দিন ভূইয়া	সহকারী পরিচালক(সংসদ ও যানবাহন)	৮৩৫১৩৮৪		০১৬৮২-১৬২২২৫
৩২.	সাবিনা নাসরীন	সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)			০১৯১৭-৪২৮২২৭
৩৩.	শাহ্ মোঃ গিয়াস উদ্দিন	সহকারী পরিচালক			০১৭১৬১৯০২২৬
৩৪.	মোঃ জিলাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ)			০১৭৫৭৩০২৮২৬
৩৫.	ফাহমিদা আজিজ	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)			০১৭৩১-৩০৬৩৬৬
৩৬.	আল আমিন ভূঞা	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)			০১৮১৮২১১৭৬৩
৩৭.	নাসরীন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (ডে-কেয়ার)			০১৮১৪-৪৫৬৪৭১
৩৮.	ফজরে রব	প্রোগ্রামার			০১৭১২৫১৫১১৪
৩৯.	রেজিনা আরজু লাভলী	সহকারী পরিচালক (চ:দা:),ডে-কেয়ার সংযুক্ত-প্রশা:-১			০১৭১১৯০০১৮৮
৪০.	আফিফা খুরশীদ জাহান	প্রোগ্রাম অফিসার		৯১৪১৪৯২	০১৭১৫০০৬২৯৬
৪১.	মর্জিনা ইয়াসমিন	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৭১২৫৫০১৪৩
৪২.	নাহিদ সুলতানা	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৬৭৪৯৮২৬৩৩
৪৩.	মোসা: মাহমুদা সুলতানা	উমবিক (সংযুক্ত প্রধান কার্যালয়)			০১৭১৬৯৮৫৮২৪
৪৪.	লাকসানা লাকী	প্রোগ্রাম অফিসার (সংযুক্ত)			০১৭২৭৯৩৩৪৩৩
৪৫.	হাসিনা আক্তার খানম	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৭১৫১১২২০৬
৪৬.	আশা রায়	উমবিক (সংযুক্ত প্রধান কার্যালয়)			০১৭০৬৪৫৫১৮৩
৪৭.	খালেদা খাতুন (মুক্তি)	তথ্য কর্মকর্তা (তথ্য প্রদান ইউনিট)			০১৫৫২৪৩১৮২৫

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল
৪৮.	খালেকুন নাহার	সহ: গবেষণা কর্মকর্তা(সচেতনতা)			০১৭১৮৫৫৮৬৩৩
৪৯.	নার্গিস সুলতানা (জেবা)	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৭১৬৬০৮৬৮৪
৫০.	শাহানা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার		৯৬১৫৫৪৮	০১৯২৪৯৩০৮৬৫
৫১.	শামীমা আক্তার খানম	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৫৫২৪৬৩৪৫৪
৫২.	শরিফা আখতার জাহান	প্রবেশন অফিসার			০১৭১৫৬৩৬৫৫০
৫৩.	নার্গিস আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৮১৫-২২৭৮৮৯
৫৪.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ	সহকারী প্রোগ্রামার			০১৭১২০৩১৮৫৯
৫৫.	আয়েশা আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি)			০১৭৯৭২৬১৬৯৭
৫৬.	সৈয়দা কুদসিয়া নাহরিন	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভিজিডি)			০১৭১৬-৪৮৮১৩৩
৫৭.	মুক্তা পারভীন	উমবিক (মাতৃত্বকাল ভাতা)			০১৭২০৮০০৪৬২
৫৮.	মোঃ আব্দুল অদুদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৩৫৫৮০৮		০১৮১৮৪০৭০৮৮
৫৯.	রমজান হোসেন খাঁন	প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা			০১৭৩২৭১৩০৭৫
৬০.	মোঃ শামীম আহসান	প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা			০১৮১৮৩৫১১২৯
৬১.	মোঃ সিরাজুল হক	প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা			০১৯৮৯৪২২৯২৪
৬২.	গীতা দে	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৩৪৫৬২৫	৮৩২১৮৪৩	০১৭২০০৫২৩২৯
৬৩.	পারভীন আক্তার	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭৭১৮৯৯৯১১
৬৪.	শাহানাজ পারভীন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭১৬৬৫৩৬৮৩
৬৫.	শাহীন সুলতানা	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭১১৪৫১০৭৫
৬৬.	তুহিনা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭৭৪০০১০৯৮
৬৭.	বিলকিছ ফাতেমা	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭১৫৮১১৩২৫
৬৮.	খাদিজা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭২০১০০৩৫২
৬৯.	মাজেদা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৫৫৭৩৫২৭০৬
৭০.	মোসাম্মৎ শাহানাজ খানম	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর			০১৭১৬৩৩৯১১২
৭১.	রোকেয়া বেগম	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা			০১৭৩৪৫২২৫৭২
৭২.	রোকেয়া বেগম	পুলিশ ইন্সপেক্টর			০১৯১৫২২৫১৭৯
৭৩.	মোমেনা রহমান	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা			০১৮১৭৪৪২২৬২
৭৪.	নাহিদ সুলতানা (ইভা)	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা			০১৯১৯৬৯৩১৩৩
৭৫.	ফারহানা আফরোজ	লাইব্রেরীয়ান			০১৯১১-২৬৯৬০০
৭৬.	মাহমুদা আক্তার	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা			০১৭১২২৬৭২৮৫
৭৭.	নূরুন্নেছা রেবা	উমবিক (পরিকল্পনা)			০১৯২৬১০১৯৬৫
৭৮.	লায়লা পারভীন নাহার	প্রোগ্রাম অফিসার (চাবিতক)			০১৭৮২০৪৬২৬৯
৭৯.	মানিক কুমার সাহা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী			০১৬৭২৩২৩০৩১
৮০.	মো: আব্দুস শুকুর হাওলাদার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			০১৭১৮২৫৩২৬৫

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর

১.	শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর	ইউরিদা সাইদ, প্রকল্প পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১৮৬৯১১৪
২.	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন উপ-পরিচালক	০৯১৬৩৬২৬/ ০১৫৫২৩৯৫০৭৩
৩.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা	আফজাল হোসেন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১২৯৪৭৪৯০
৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	আজগর আলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০৭২১-৭৬১৯৩৯/ ০১৫৫২৩৮২০৬৯
৫.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট	ড: মোখলেসুর রহমান (সহকারী পরিচালক)	০১৭১১০৫৯৮০৭
৬.	মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর	মিসেস রোকসানা বানু হাবীব জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, দিনাজপুর	০৫৩১৬৫০৪৩/ ০১৭২৪৫২০৩৬৭
৭.	মা ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	মোঃ শহিদুল ইসলাম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বগুড়া	০১৭১১-৭৮১৮৪০

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তার নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর

১.	গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর	জেবুন নাহার নার্গিস (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১১৮৭৫১৩

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল

হোস্টেলের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর	হোস্টেল সুপারের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি
১	২	৩
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা । ফোনঃ ৫৮৬১৫৮৫২	সাবেকুন নাহার	০১৭৫৭৪০৭৩৩২ hostelnilkhet@gmail.com
নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, মিরপুর-০১, ঢাকা। ফোনঃ ৮০৫১১৭১	ছামিনা হাফিজ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোস্টেল সুপার (অ:দা:)	০১৭১৫১২৬০০১ mkmhostel@gmail.com
বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খিলগাঁও, ঢাকা। ফোনঃ ৭২৫১৮৯৫	রাহেনুর বেগম	০১৭১২০৬০৪৬৫ brkm.hostel@yahoo.com
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চাঁদগাও, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৬৭২৪৫৫	রোকেয়া বেগম	০১৭১১৮২৫১৬৪ dwactghostel@gmail.com
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল,বয়রা, খুলনা। ফোনঃ ০৪১-৭৬২৮৯০	নার্গিস ফাতেমা জামিন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, খুলনা ও হোস্টেল সুপার (অ:দা:)	০১৭১২-৫৩০৪৬৫ kmh.khulna@gmail.com
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, বিলসিমলা, রাজশাহী। ফোনঃ ০৭২১-৬৭০৩৩১	ফরিদা ইয়াসমিন	০১৭১৫২৭২৫৮৭ kmh.dwa.rajshahi@gmail.com
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ভোলা ট্যাংকরোড, যশোর। ফোনঃ ০৪২১-৬১১৮৪	সকিনা খাতুন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,যশোর, ও হোস্টেল সুপার (:দা:অ)	০১৭১৬২১০৫৮৮ kmhjessore1987@gmail.com

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা

ক্র:নং	নাম	জেলার নাম	ফোন ও মোবাইল	ই-মেইল নম্বর

ক্র:নং	নাম	জেলার নাম	ফোন ও মোবাইল	ই-মেইল নম্বর
১.	আয়শা সিদ্দিকী	ঢাকা	৯১১৭০৮৩/০১৭১৫-৮১৬৫৮৯	dhakadwa@gmail.com
২.	কামিজা ইয়াসমিন	নারায়নগঞ্জ	৭৬৩১৬০০/০১৮১৯-১৯০২২১	dwanarayanganj54@gmail.com
৩.	জামিলা খাতুন	মানিকগঞ্জ	৭৭১০৮৯৯/০১৭১১-৯৮০৭৩০	momanikgonj@gmail.com
৪.	সৈয়দা মাসুদা ইসলাম	নরসিংদী	৯৪৬৩১১৫/০১৬৭৪-১১০৭৬৪	dwanar14@gmail.com
৫.	সৈয়দা রোকেয়া জেসমিন	মুন্সীগঞ্জ	০২-৭৩১১৮১০/০১৭১৫-১১৬১১৩	dwaomunshi1955@gmail.com
৬.	মোঃ জাকির হোসেন (চঃ দাঃ)	গাজীপুর	৯২৫২১৯৫/০১৭১২-৩০২৭৪৪	gazipurdwao@gmail.com
৭.	মোঃ মামুন-অর রশিদ(চঃ দাঃ)	কিশোরগঞ্জ	০৯৪১-৬১৮৮৬/০১৭১০-২৮২৫৪৬	dwakishoreganj@gmail.com
৮.	নাসরিন সুলতানা	টাংগাইল	০৯২১-৫৩৫৯২/০১৭১৭২১০৫৭৪	nasrinsultana1971@gmail.com/ dwatangail@gmail.com
৯.	মাসউদা হোসেন(অ দাঃ)	ফরিদপুর	০৬৩১-৬৩৫০৩/০১৭১৫-১৪০২৩০	dwafaridpur@gmail.com
১০.	মোঃ আজমীর হোসেন(চঃ দাঃ)	গোপালগঞ্জ	৬৬৮৫০৭৫/০১৭১৫-২৫১০৯১	-
১১.	নুরে সফুরা ফেরদৌস(চ: দা:)	রাজবাড়ী	০৬৪১-৬৬০৬৫/০১৭৭৬১৫৮৩৩৬	dwa.rajbari@gmail.com
১২.	খাদীজাতুন আছমা	শরিয়তপুর	০৬০১-৬১৫৫৪/০১৭৩৩-৭৬৩৩৫৬	dwashariatpur59@gmail.com
১৩.	মাহমুদা বেগম(অ: দা:)	মাদারীপুর	০৬৬১-৬১৮০৭/০১৭১৬-৬৩৩০৯২	dwa.mahmudaakter@yahoo.com
১৪.	দিলখোশ জাহান	ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৮২৩/০১৭৩৯-৯৭৮৯৯৯	dwa.mymensingh@gmail.com
১৫.	বেগম মছিরুন নেছা	জামালপুর	০৯৩১-৬১০৮২/০১৭১৬-৫১৬৪৫৫	kabirdwa68@gmail.com
১৬.	ফেরদৌসী বেগম	নেত্রকোনা	০৯৫১-৬১৬৩০/০১১৯৯-১৩২৯৯৩	ferdoushi.begum.121@gmail.com
১৭.	মোঃ লুৎফুল কবীর(চ: দা:)	শেরপুর	০৯৮১-৬৩৪১৪/০১৯১১-০৬৪৫০৬	dwao.sherpur@gmail.com
১৮.	অঞ্জনা ভট্টাচার্য	চট্টগ্রাম	০৩১-৬৫২৯০৯/০১৮৩০-০৩১৪৩২	dwachittagong@gmail.com
১৯.	সুব্রত বিশ্বাস (চ: দা:)	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩২১৮/০১৭১৮-৪২৬৮৯২	cox123dwa@yahoo.com
২০.	মিসেস ভিকারুন্নেছা (চ: দা:)	কুমিল্লা	০৮১-৭৬০৫৭/০১৭১৫-৪২০১৫৯	comilladwao@gmail.com
২১.	সালমা আহমেদ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮৫১-৫৮৪৮০/০১৭১১-৯৮১৬২৮	b.bariadwao@gmail.com
২২.	মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ	চাঁদপুর	০১৭৪১-১৭৪৩৭৮/০৮৪১-৬৩৩০৩	dwachandpur@gmail.com/ moheuddin1971_bd@yahoo.com
২৩.	মাধুবী বড়ুয়া (চ: দা:)	ফেনী	০৩৩১-৬২০০১/০১৮১৮২২৮২৩৩	dwafeni@gmail.com
২৪.	সেলিনা আক্তার	নোয়াখালী	০৩২১-৬১৬৯০/০১৭১৬-৭৬৮০৯০	dwanoakhali@gmail.com
২৫.	সেলিনা আক্তার (চ: দা:)	লক্ষীপুর	০৩৮১-৬২৩৬৩/০১৭১৬-৭৬৮০৯০	alam.dwa@gmail.com
২৬.	হোসনে আরা বেগম	রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২৩৯৮/০১৭১৬-০২১৪৬৪	dwaoranga@gmail.com
২৭.	জিনা চাকমা (অ: দা:)	খাগড়াছড়ি	০৩৭১-৬১৭৭২/০১৫৫৪৩৪৭৫৭৯	madhabibarua37@gmail.com
২৮.	সুস্মীতা খীসা (চ: দা:)	বান্দরবান	০৩৬১-৬২৩৮৪/০১৫৫০-৬০৭৫৬৩	dwabandarban@gmail.com
২৯.	মোসাঃ শাহিনা আক্তার (চ: দা:)	সিলেট	০৮২১-৭১৩৫০২/০১৭২৬-৫৩৫০২০	dwasylhet@gmail.com
৩০.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (চ: দা:)	সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৬২৬৫২/০১৭২২২২৭৯০৪	dwasunamgong@gmail.com
৩১.	নাজনীন সুলতানা	মৌলভীবাজার	০৮৬১-৫৩৭৮৩/০১৭১৫-৬০৯১৭৬	tofayelrule@gmail.com
৩২.	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম	হবিগঞ্জ	০৮৩১-৫৩১৯০/০১৭১২-০৬৯৫২৫	alam.dwa2012@mail.com
৩৩.	মোসাঃ সাহনাজ বেগম	রাজশাহী	০৭২১-৭৬১৭৩৬/০১৮৩৪-২৩১৭৬১	dwaorajshahi@gmail.com
৩৪.	মোসাঃ সাহিদা আখতার (চ:দা:)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১-৫৫৬৪৮/০১৭১৬-২৭৪৯৭১	

ক্র:নং	নাম	জেলার নাম	ফোন ও মোবাইল	ই-মেইল নম্বর
৩৫.	শবনম শিরীন	নাটোর	০৭৭১-৬৬৬৪৬/০১৭১৪-২২৯৬৬৬	dwaonatore@gmail.com
৩৬.	মোঃ আনিসুর রহমান (চ: দা:)	পাবনা	০৭৩১-৬৫৮৮৪/০১৮২২-৮৫৩২১৯	dwao.pabna@gmail.com
৩৭.	লায়লা নার্গিস বেগম	সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২৩০৩/০১৭১১-৯৫৫৯০৯	dwao.siraj@gmail.com
৩৮.	মোঃ শহিদুল ইসলাম (চ: দা:)	বগুড়া	০৫১-৬৬২৩৬/০১৭১১-৭৮১৮৪০	
৩৯.	কানিজ ফাতেমা (চ: দা:)	গাইবান্ধা	০৫৪১-৬১৭৩৪/০১৭২০-৩৫৮৪৯০	
৪০.	বেগম সাবিনা সুলতানা	জয়পুরহাট	০৫৭১-৬৩৪৬৫/০১৯১১-৬৪৫০৯১	
৪১.	ইসরাত জাহান (চ: দা:)	নওগাঁ	০৭৪১-৬২৪৯৩/০১৭২২৬-৫৬০৮২	
৪২.	কাওসার পারভীন	রংপুর	০৫২১-৬২৪০৪/০১৭১১-০৩৯১৭৭	
৪৩.	রাফিয়া ইকবাল (চ: দা:)	নীলফামারী	০৫৫১-৬১৬০৪/০১৭১৬-৮১৯২৯৬	
৪৪.	মিসেস রোকসানা বানু হাবিব	দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫০৪৩/০১৭২৪-৫১০৩৬৭	
৪৫.	মোঃ মোরশেদ আলী খান(চ:দা:)	ঠাকুরগাঁও	০৫৬১-৫৩৪৬৪/০১১৯৯-৪৬৭৬০৮	
৪৬.	বেগম রুখসানা মমতাজ	পঞ্চগড়	০৫৬৮-৬১২৬৪/০১৫৫৮-৩২৫৪৭৭	
৪৭.	নার্গিস জাহান(চ: দা:)	লালমনিরহাট	০৫৯১-৬১৭৩৪/০১৭২২-০৯৩৬৫৬	
৪৮.	নাহীদ সুলতানা(চ: দা:)	কুড়িগ্রাম	০৭৮১-৫৫৬৪৮/০১৭১৬-২৭৪৯৭১	
৪৯.	নার্গিস ফাতেমা জামিন	খুলনা	০৪১-৭২০৪৫৩/০১৭১২-৫৩০৪৬৫	
৫০.	তারাময়ী মুখার্জী	সাতক্ষীরা	০৪৭১-৬৩৯৪৫/০১৭১৫-৭৮২৭৮৬	
৫১.	হাসনা হেনা	বাগেরহাট	০৪৬৮-৬৩৪৩৯/০১৭১১-৪৪৮৯১১	
৫২.	সকিনা খাতুন	যশোর	০৪২১-৬৫৪০৯/০১৭১৬-২১০৫৮৮	
৫৩.	বেগম নিলুফার রহমান	ঝিনাইদহ	০৪৫১-৬২৪৫০/০১৭১২-৫৫৫১৪৭	
৫৪.	ফাতেমা জহুরা	মাগুরা	০৪৮৮-৬২৮৪৯/০১৭১৬-০১৪৪৪৯	
৫৫.	মোঃ আনিছুর রহমান (চ: দা:)	নড়াইল	০৪৮১-৬৩২৭০/০১৯১১-১৫০৭৭৮	
৫৬.	হাসিনা বেগম	কুষ্টিয়া	০৭১-৬২৫২৩/০১৭১৪-৫০৩৯২৫	
৫৭.	এ. কে.এম. শফিউল আযম(চ:দা:)	মেহেরপুর	০৭৯১-৬২৫৪৭/০১৭১১-৪৪৮৮৬০	
৫৮.	আব্দুল আওয়াল (চ: দা:)	চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১-৬৩৫০০/০১৭১১-০৪২ ৪৪৬	
৫৯.	মিসেস রাশিদা বেগম	বরিশাল	০৪৩১-৬৪৬৭৫/০১৭১৫-৯১৭২৫২	
৬০.	বেগম জেবুন্নেছা	ভোলা	০৪৯১-৬২২০৬/০১৭১৪-২১৯৪৮৭	
৬১.	সালমা জাহান	পিরোজপুর	০৪৬১-৬৩০৮৫/০১৭১১-২৮৩৭৭৩	
৬২.	মোঃ আলতাফ হোসেন (চ: দা:)	ঝালকাঠী	০৪৯৮-৬২৯৩৫/০১৫৫২-৪১৯৭৪৮	
৬৩.	দিলারা খানম (চ: দা:)	পটুয়াখালী	০৪৪১-৬২৩৮৫/০১৭১৪-৪৯২৬৩১	
৬৪.	মেহেরুন নাহার মুন্নী (চ: দা:)	বরগুনা	০৪৪৮-৬২৯২৯/০১৮১৮-৪১৩০২৫	

তথ্য ও যোগাযোগ

তথ্য ও যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com

তথ্য প্রদান ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ , দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীত করণের জাতীয় লক্ষ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের রূপকল্প বিবেচনায় বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন।

সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও অন্যান্য মাধ্যমের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি ওয়েব সাইট ও ই-মেইল খোলা হয়েছে। এতে একদিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ন নাগরিক সেবা সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও বিভিন্ন মাধ্যম অবহিত হতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের সাথে সদর কার্যালয় এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের নিমিত্ত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ে ৬৪ টি এবং ৪১৯ টি উপজেলা কার্যালয়ে ৪১৯ টি তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

উপজেলা পর্যায়ে ঃ

- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - আপীল অথরিটি

জেলা পর্যায়ে ঃ

- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঢাকা - আপীল অথরিটি

সদর কার্যালয়ে ঃ

- সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- কম্পিউটার প্রশিক্ষক - বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা
- সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। - আপীল অথরিটি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের **তথ্য প্রদান ইউনিট** এ নিম্নোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যথা ঃ

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং চাহিত তথ্যাদি অনুযায়ী তা সরবরাহ করাই তথ্য প্রদান ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য।

২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ।

৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কর্তৃক চাহিত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদি বিভিন্ন সময় প্রেরণ করা।

৪। জেলা/উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এর ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা ও তথ্য কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রেরণ করা।

৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।

তথ্য প্রদান ইউনিটে যোগাযোগ -

মাহমুদা বেগম
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ - ৪তলা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৫৮৩১১১১৫।
ই-মেইল ঃ mahmudadwaad@gmail.com

খালেদা খাতুন (মুক্তি)
বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা
কম্পিউটার প্রশিক্ষক
তথ্য প্রদান ইউনিট (৮তলা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
ই-মেইল ঃ khaledamukti7@gmail.com

* সদর কার্যালয় ও জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন নম্বর বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইট www.dwa.gov.bd এ পাওয়া যাবে।

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

টেলিফোন /মোবাইল নম্বর ঃ

পেশা ঃ

২. কি ধরনের তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি)

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১।
.....
.....।

২।
.....
.....।

৩।
.....
.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আপীল আবেদন

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ

২। আপীলের তারিখ ঃ

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন। ঃ

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ ৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

তথ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

ফরম-'ক'

(প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য)

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং..... ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ----------

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ----------

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ----------

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ----------

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ----------

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'খ'

(প্রবিধান -৫(১) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি তারিখঃ----------

যেহেতু অভিযোগকারী ---------- (নাম ও ঠিকানা)----------

----------আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন ----------নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিস্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী ---------- তারিখ ---------- ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিস্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,

কমিশনের সীলমোহর (কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
তথ্য প্রদান ইউনিট
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
ওয়েব সাইট www.dwa.gov.bd
ই-মেইল dwadhaka@gmail.com

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

ভূমিকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং নাগরিকদের তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

যৌক্তিকতা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী সর্ম্পকে প্রত্যেক নাগরিকের জানার অধিকার রয়েছে এবং এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করাই তথ্য প্রদান ইউনিট এর মূল উদ্দেশ্য।

সংজ্ঞাসমূহ ঃ

‘তথ্য’ অর্থ - তথ্য অধিকার আইনে প্রদত্ত তথ্যের সংজ্ঞা অনুসারে **এ** দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়সমূহ।

‘দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা’ অর্থ - তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সহায়ক কর্মকর্তাও এর অন্তর্ভূক্ত হবেন।

তথ্য প্রদান ইউনিট’ অর্থ - মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও অধীনস্ত সকল দপ্তরসমূহ (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) কর্তৃক তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে গঠিত তথ্য প্রদানকারী ইউনিট।

‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ - তথ্য প্রদান ইউনিট এর অফিস প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন।

‘কমিশন’ অর্থ - তথ্য কমিশন।

‘মন্ত্রণালয়’ অর্থ - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

তথ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক) স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্য ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের গঠন ও পটভূমি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, সংস্থার কার্যপরিধি, সেবা প্রদানের নিয়মাবলী, আর্থিক বরাদ্দ ও আয়-ব্যয়ের তথ্য, বিধি-বিধান, নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নিয়োগ, ক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য, প্রকাশনা ও তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য, ইত্যাদি স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সংস্থার নিকট সংরক্ষিত যেসকল তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় সে সংক্রান্ত তথ্যের তালিকাও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য হবে।

খ) প্রকাশযোগ্য নয় এরূপ তথ্য ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসিআর/এফডিআর, ব্যাংক হিসাব, আদালতে বিচারাধীন ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিষয়, তদন্তাধীন বিষয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা হবে না। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

গ) আংশিক প্রকাশযোগ্য তথ্য: এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৯) উপধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

ঘ) এছাড়াও তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ অধিদপ্তর ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে সংরক্ষিত সকল নথি ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে।

তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ঃ

ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, নোটিশ বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, লিফলেট/বুকলেট, প্রেস ও মিডিয়া রিলিজ/ কনফারেন্স, সংবাদপত্র, এসএমএস মেসেজ, হার্ড কপি বাইন্ডার পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশ করা যাবে। কোন তথ্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে তা তথ্য প্রদানকারী ইউনিট নির্ধারণ করতে পারবে।

তথ্য হালনাগাদ করণের সময়সীমা ঃ

ওয়েবসাইটের তথ্য প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা করতে হবে এবং কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে হালনাগাদ করতে হবে। সিটিজেন চার্টার প্রতি ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করে পরিবর্তন থাকলে হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর জুলাই মাসে প্রকাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এপ্রিল মাস হতে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

তথ্য প্রকাশের ভাষা/মাধ্যম ঃ

যতদূর সম্ভব বাংলায় তথ্য প্রকাশ ও সরবরাহ করতে হবে। ওয়েবসাইট এবং নিউজলেটারের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে। ওয়েবসাইট প্রমিত সফটওয়্যারে প্রকাশ করতে হবে যাতে নিয়মিত হালনাগাদ করা যায় এবং সহজে প্রবেশ করা যায়।

তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ঃ

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য বিনামূল্যে ডাউনলোডযোগ্য হবে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রকাশনা বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। তবে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্যের জন্য প্রকৃত মূল্য আদায় করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম 'ঘ' এ নির্ধারিত হারে তথ্যের মূল্য আদায় করতে

হবে। আদায়কৃত অর্থ দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট কোডে জমা দিতে হবে এবং তথ্য কমিশনে বছর শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি সরবরাহ ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ৯ ধারার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন অথবা অপারগতার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করবেন। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে।

আপীল প্রক্রিয়া ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী উক্ত দপ্তরের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিক প্রধানের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে। আপীল কর্মকর্তার আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন । অন্যদিকে আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ঃ

সংশ্লিষ্ট সকল শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশযোগ্য সকল তথ্যের অনুলিপি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান ও এ নির্দেশিকার আলোকে প্রদত্ত দায়িত্ব নিয়মিত সরকারী দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হবে এবং প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

ই-সার্ভিস

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ই-সার্ভিস শাখা হতে ওয়েব সাইট হাল নাগাদকরণ ও সোস্যাল মিডিয়া (Facebook) পরিচালনাসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

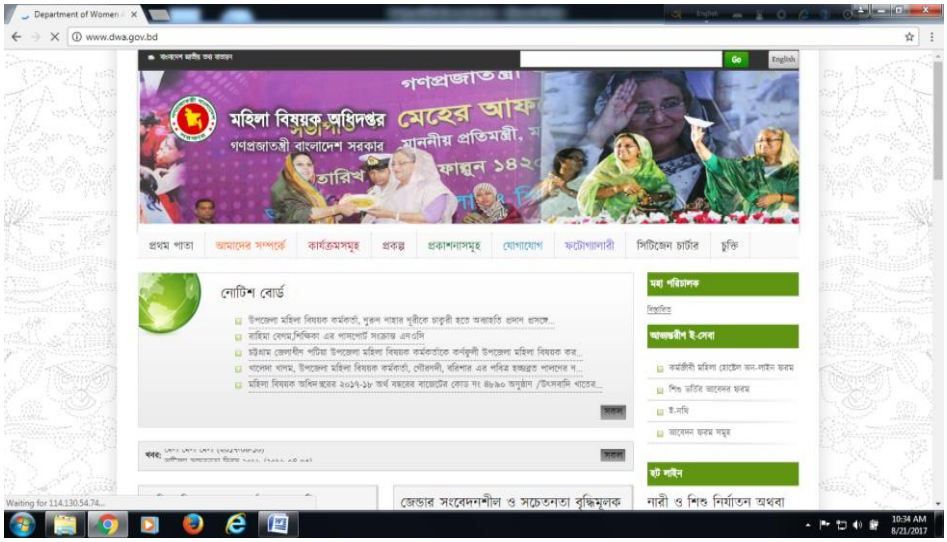

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dwa.gov.bd)

সোস্যাল মিডিয়া হিসাবে dwadhaka নামে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক এবং ফেসবুক এর আওতায় ফেসবুক পেজ চালু রয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় পর্যায়ের ৫ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বর্তমানে সমগ্র দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও কর্মকর্তা কর্তৃক নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহন অব্যাহত রয়েছে।

ইনোভেশন ওয়ার্কশপ

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ২৭ টি জেলা কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোট ৫১ টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd

⌗ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর বাণী

ম্যেনুবার	বিস্তারিত
১	✠ প্রথম পাতা
২	✠ আমাদের সম্পর্কে ● ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ● সাংগঠনিক কাঠামো ● একনজরে কার্যক্রম ● জনবল ● জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ● জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন কল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ● কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব ● সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, তদারকি, জবাবদিহিতার মাধ্যম
৩	✠ কার্যক্রম সমূহ ● ছয়টি গুচ্ছ ✓ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান ✓ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ✓ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ✓ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ✓ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান ✓ সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম ● ইনোভেশন টীম ● রিপোর্ট
৪	✠ প্রকল্প ● চলমান প্রকল্প ● চলমান কর্মসূচী
৫	✠ প্রকাশনা সমূহ ● নীতিমালা সমূহ ● বার্ষিক প্রতিবেদন ● বাল্য বিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত ● অন্যান্য
৬	✠ যোগাযোগ ● সদর কার্যালয় ● প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ● জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ● প্রোগ্রাম অফিসার ● উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ● আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৭	✠ ফটোগ্যালারী

	• বিভিন্ন দিবস • প্রশিক্ষণ • বিবিধ
৮	❖ সিটিজেন চার্টার • নাগরিক • প্রাতিষ্ঠানিক • অভ্যন্তরীন
৯	❖ চুক্তি • বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (APA)

❖ নোটিশ বোর্ড

- সমসাময়িক বিভিন্ন কর্মকান্ডের নোটিশ পাওয়া যাবে।

❖ খবর

- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খবর পাওয়া যাবে।

❖ সেবা সমূহ

- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- জেন্ডার সংবেদনশীল ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
- প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান
- জয়িতা অন্বেষনে বাংলাদেশ
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম
- বিবিধ
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষ
- বিভিন্ন কমিটি
- অফিস আদেশ
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি
- তথ্য অধিকার
- ভিডিও গ্যালারী
- শুদ্ধাচার
- বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (APA) প্রমাণক
- বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (APA) মূল্যায়ন

❖ অন্যান্য

- আভ্যন্তরীন ই-সেবা
- হট লাইন
- কেন্দ্রীয় ই-সেবা
- গুরুত্বপূর্ণ লিংক
- ভিডিও চিত্র
- ম্যাপ

National
Integrity
Strategy

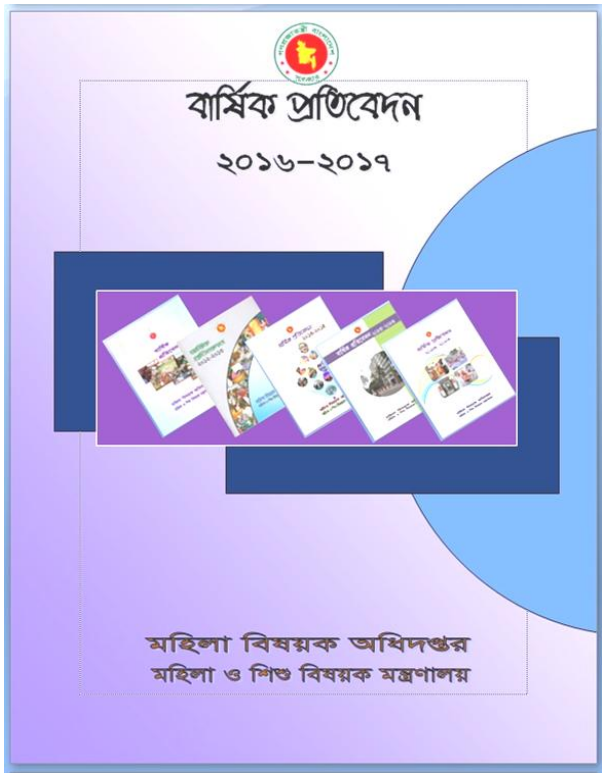

প্রকাশনা ঃ **মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**